বিশ্ববাণী

দর্শন

Rs. 10/- | Vol. 25 - Issue 01
Dec. 2023 & Jan. 2024
Combined Issue

মহানন্দের সুসমাচার

লূক ২:১০

DEC'23
& JAN'24
Combined

বিশ্ববাণী
সমর্পণ

PUBLICATION OFFICE:
1-10-28/247, Anandapuram, Kushaiguda,
ECIL Post, Hyderabad. Ph: 040-27125557.
Email: samarpan@vishwavani.org

ADMIN. OFFICE:
20, Raghul Street, T.M.P. Nagar, Pudur, Ambattur,
Chennai-600053. Ph: 044-26869200.
Email: vishwavaninet@vishwavani.org

সূচী পত্র

০২ ... ভেবে দেখার কয়েকটি ...
০৩ ... প্রধান কার্য্যনির্বাহী....
০৭ ... বিশেষ প্রতিবেদন ...
১১ ... পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে...
১৩ ... সূক্ষ্ম অনুভূতি ...
১৮ ... সভাপতির পক্ষ থেকে ...
২০ ... বাইবেল অধ্যয়ন ...
২২ ... প্রেয়ার নেটওয়ার্ক
২৫ ... ক্ষেত্র সমাচার ...
৩৪ ... একটি প্রার্থনা...
৩৫ ... সাম্প্রতিক সমাচার ...

বিশ্ববাণী সমর্পণ পত্রিকা প্রতি মাসে প্রকাশিত হয় বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া, গুজরাটী, তামিল, মালায়ালাম, কোকবোরক, সৌরা, কানাড়ী, তেলেগু, মারাঠী এবং ইংরাজী ভাষায়। বার্ষিক অনুদান মাত্র ১০০ টাকা

দেখ ভারতবর্ষের গ্রামগুলি সুসমাচার দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে চলেছে!

এমিল আন্নান

ভেবে দেখার কয়েকটি বিষয়

⇨ শয়তান যে আনন্দের প্রলোভন দেখায় তাতে পা দিলে ভয়ানক পরিণাম রয়েছে। (লূক ৪:৫,৬) প্রভু যীশু যে আনন্দ দেন তা তাঁর রক্তের গুণে পাপের ক্ষমা হতে আসে।

⇨ পাপ যে আনন্দ দেয় তা ক্ষণিকের মাংসজাত স্বর্গের যে আনন্দ তা অন্তরে চিরকাল শান্তি প্রদান করে। জগতের আনন্দ চোখের অভিলাষ পূর্ণ করা হতে আসে; আর সুখ আসে চোখের জলে হাঁটু গাড়া প্রার্থনায়।

⇨ আমাদের যদি বিবেকের দংশন না থাকে এবং সেই বিবেকের দংশন যদি প্রভু যীশুর রক্তে দূর না হয় তবে আনন্দ আসে না। যারা সুসমাচার গ্রহণ করেছে তারা যেমন আনন্দ লাভ করে তেমনি যারা সুসমাচার প্রচার করে তারাও সেই আনন্দের ভাগী হয়।

⇨ এই সীমাহীন আনন্দ আমাদের অন্তিমে প্রভুর আনন্দের সহভাগী করে। শিমশোনের চোখ উপড়ে ফেলার পর তিনি বুঝেছিলেন দলিলার সাথে আনন্দের পরিণাম কি। কনিষ্ঠ সন্তান সমস্ত টাকা উড়িয়ে বুঝতে পেরেছিল যে জাগতিক বন্ধু বান্ধবেরা অসময়ে পাশে থাকে না। ধনী ব্যক্তি মৃত্যুর পর বুঝে ছিল যে ধনের উপর নির্ভরতায় জীবন লাভ হয় না। লাসার কিন্তু দরিদ্রতায় ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করতে শিখেছিলেন।

⇨ সুসমাচারের যে আনন্দ তা পিতা দিয়ে থাকেন। তা ক্রুশের এবং পবিত্র আত্মার কারণে লাভ হয়। তা গ্রহণ করায় জীবন আছে আর তা অস্বীকার করায় আছে বিলাপ।

⇨ মানুষ খাদ্য, বস্ত্রের এবং আশ্রয়ের অভাব প্রযুক্ত যখন খ্রীষ্টিয়ান হয় তখন তাকে ধর্মান্তকরণ বলে, যাতে আনন্দ নেই কিন্তু খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার মাধ্যমে হৃদয়ের পরিবর্তন আনে প্রকৃত আনন্দ। এটাই জগতের নিয়ম।

যারা সুসমাচারের কাজে লিপ্ত তাদের সকলের কাছে প্রেমের সাথে লিখছি–

প্রধান কার্য্যনির্বাহী পরিচালকের পক্ষ থেকে...

পরিত্রাতা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আপনাদের সকলকে আনন্দমুখর বড়দিন এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই।

খুব তাড়াতাড়ি এই বছরের ১১ মাস কেটে গেছে এবং বড়দিন ও নতুন বছর প্রায় দোড় গোড়ায়। ঈশ্বর ২০২৩ সালে আমাদের পরিবার এবং বিশ্ববাণীর পরিচর্য্যা কাজে যে আশীর্বাদ দিয়েছেন তা আমরা কখনোই গণনা করে শেষ করতে পারব না। বছরের শেষের দিনগুলিতে আসুন আমরা প্রভুর চরণে বসে তাঁর ধন্যবাদ করি এবং ধৈর্য্য সহকারে তাঁর পরিচালনার জন্য অপেক্ষা করি। আমরা যখন শান্ত হয়ে ঈশ্বরের অপেক্ষা করি তখন তিনি আমাদের কাছে তাঁর ইচ্ছা সকল প্রকাশ করেন এবং পরিচর্য্যা কাজে প্রগতি ও আশীর্বাদ আসে।

অদ্য তোমাদের জন্য এক পরিত্রাতার জন্ম হয়েছে:

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্ম এক বিশেষ ঘটনা যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ঈশ্বর আমাদের হতে দূরে নন কিন্তু তিনি ইম্মানুয়েল- মানুষের সহিত ঈশ্বর। পৃথিবীতে অনেক মানুষের জন্ম হয় এবং সব জন্মদিনই বিশেষ কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন সবার উপরে কারণ তিনি পৃথিবীর পাপের অন্ধকার দূর করে জগত আলোকিত করতে এসেছিলেন। সেই প্রকৃত জ্যোতি মানুষকে পরিত্রাণ দিতে এসেছিল। ঈশ্বর মানুষ হয়ে মানুষের পরিত্রাণ দেবার এই মহান কাজ করতে জন্ম নিয়েছিলেন।

যীশুর আগমনের প্রথম ভাববাণী:

যীশুর জন্মের ভাববাণী তার জন্মের বহু বছর পূর্ব হতেই করা হয়েছিল। যীশুর জন্মের পূর্বে স্বর্গদূত মরিয়মের কাছে এসে সেই সংবাদ দিয়েছিলেন। এই অলৌকিক সংবাদে তিনি অবাক হয়ে গেছিলেন। এরপর সেই সংবাদ যোষেফের কাছে জানানো হয়েছিল কারণ তিনি এই সংবাদ পূর্বে পেয়ে কিছুটা ইতস্ততঃ বোধ করছিলেন। কিন্তু তিনি প্রকৃত বিষয় জানলে ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে নিয়েছিলেন। তারপর এই শুভসংবাদ মেষপালকদের কাছে ছড়িয়ে পড়েছিল। বর্তমানে তা পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে। ভাববাদী এবং দূতগণ যারা সেই সাক্ষ্য বহন করেছিলেন তাদের মতো আমরা ইতিহাসের এই সত্য ঘটনা সকলের কাছে বলতে বাধ্য।

জগতের মানুষের জন্য যীশুর জন্মের উদ্দেশ্য:

মথি ১:২১ পদে লেখা আছে, "তিনি আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন।" আমরা যোহন ৩:১৬ পদে দেখতে পায় যে, "ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করিলেন যে আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন যে কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।" ইব্রীয় ৮:৬ পদে বলা

হয়েছে যে যীশু হলেন ধার্মিক পিতা ঈশ্বর এবং আমাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী। ১পিতর ১:১৮-১৯ পদে বলা হয়েছে যে এটি ঈশ্বরের নিখুঁত পরিকল্পনা ছিল যেন মানবের পরিত্রাণের জন্য তিনি ক্রুশে মৃত্যু বরণ করেন এবং মানুষের পাপের মোচন করতে তাঁর রক্ত সেচন করেন। সুতরাং প্রভু যীশু পাপীদের পরিত্রাণ দিতে জগতে এসেছিলেন (তীমথিয় ১:১৫)। এই বিষয় সত্য এবং গ্রহণীয়।

মহা আনন্দের সুসমাচার:

লূক লিখিত সুসমাচার ২:১-১৮ পদ পাঠ করলে আমরা প্রভু যীশুর জন্মের সময় যে আনন্দ তার অংশীদার হতে পারব। আমরা বারংবার সেখানে উৎসাহব্যঞ্জক কথা দেখি। বিশেষ করে সখরিয়ের বক্তব্যে (লূক ১:১৩), মরিয়মের প্রশংসায় (লূক ১:৩০)। যোষেফ (মথি ১:২০, ২:১৩,১৪) এবং শেষে মেষপালকদের কাছে (লূক ২:১০) যাদের বলা হয়েছিল, ভয় করিও না। সুসমাচার শান্তির বার্তা যা মহাভয় দূর করে আমাদের বর্তমানেও সাহস প্রদান করে (লূক ২:১০-১১)। যারা বিশ্বাসের সাথে এই বার্তা গ্রহণ করে তারা সকলেই আনন্দে পূর্ণ হবে।

আমার সময় সকল তোমার হস্তে রয়েছে:

আরেকটি নতুন বছরে প্রবেশ করার পূর্বে আমাদের কাছে এই মহা আনন্দের সুসমাচার আসে। কিন্তু সেই সাথে আমাদের মনে ভয়, বিভ্রান্তি এবং অবিশ্বাস আসে মনে হয় এই নতুন বছরে না জানি আমরা কতো ধরণের সমস্যার মুখে পড়ব! কিন্তু ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে আমরা সমস্ত সমস্যার মধ্য হতে উদ্ধার লাভ করব। গীতসংহিতা ৩১ যেমন লেখা রয়েছে-

- সর্বসময় ঈশ্বরকে শৈল স্বরূপ আশ্রয় জ্ঞান করা (গীত ৩১:১, যিশাইয় ২৬:৩,৪)
- প্রভু সর্বসময় আমাদের গমন পথে পরিচালনা দান করবেন (গীত ৩১:৩, যিশাইয় ৫৮:১১)।
- প্রভু আমাদের শত্রুর হাত হতে উদ্ধার করবেন। (গীত ৩১:৮; যিশাইয় ৪৩:১-২)।
- আমাদের সময় সকল ঈশ্বরের হস্তে রয়েছে (গীত ৩১:১৫; যিশাইয় ৪৬:৩-৪)।
- ঈশ্বর আমাদের উত্তম এবং মহৎ বিষয় সকল দিয়ে থাকেন! (গীত ৩১:১৯; যিশাইয় ৬০:২২)।
- সদাপ্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত হোন! (গীত: ৩১:২৩; যিশাইয় ৪৪:২১-২২)।
- সাহস কর, তোমাদের অন্তঃকরণ সবল হউক! (গীত: ৩১:২৪; যিশাইয় ৪০:২৮-৩১)।

উপরে যে জীবন্ত বাক্যগুলির উল্লেখ করা হলো সেগুলি পাঠ করুন এবং তা ভালবাসুন এবং বিশ্বাস সহকারে ঈশ্বরের বাধ্য হোন। আর দেখবেন নতুন বছরের সকল দিনই আশীর্বাদ, শান্তি এবং আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠবে।

ক্ষেত্রে প্রথম বড়দিন উদ্‌যাপন:

খ্রীষ্টের আলো যখন পাপের অন্ধকারে বদ্ধ মানুষের জীবনে প্রথম উদিত হয় তখন তাদের জীবনে পরিবর্তন আসে। নতুন বিশ্বাসীদের হৃদয় এবং গৃহ পরিবর্তিত হয়। তারা খ্রীষ্টে অগাধ আনন্দ এবং শান্তি অনুভব করে। যে বিশ্বাসীরা প্রতি সপ্তাহে ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করতে এবং তা শুনতে ভালবাসে, তাদের সংখ্যা যখন ১০ হয় তখন একটি আরাধনা দল শুরু করা হয়। সেখানে কোন বিশ্বাসীর গৃহে বা গাছের তলায় সমবেত সকলকে ঈশ্বরের বাক্য উপযুক্ত ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বড়দিনে ১৪৭টি ক্ষেত্রে প্রথমবার বড়দিন উদ্‌যাপন হতে চলেছে, আর তা আপনাদের প্রার্থনা এবং এই কাজে যুক্ত থাকার ফলেই সম্ভব হয়েছে। বড়দিনের জন্য আপনারা যে বিশেষ দান দিয়ে থাকেন তা আমরা বিশ্ববাণীর মিশন ক্ষেত্রগুলিতে কর্মীদের উৎসাহিত করার জন্য পাঠিয়ে দিই। আপনাদের এই উপহার নিশ্চয় তাদের এবং আপনাদের জীবনে স্বর্গীয় আশীর্বাদ বহন করে আনবে।

প্রতিদিন মণ্ডলীগুলিতে নতুন বিশ্বাসীর সংযোজন:

প্রথম মণ্ডলীতে প্রভু প্রতিদিন বিশ্বাসী সংখ্যা বৃদ্ধি করতেন। অনুরূপ ভাবে বর্তমানেও আমাদের ইচ্ছা যেন মণ্ডলীগুলি বিশ্বাসীর সংখ্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পায়।

দয়া করে ২৮৩৩টি বাইবেল আরাধনা দলের জন্য প্রার্থনা করবেন যেগুলি উত্তর ভারতের ৯টি প্রদেশের ৩১২৬টি গ্রামে রয়েছে। ১১০৫টি আরাধনা দল এবং ৭৫৪১ জন বিশ্বাস স্বীকারের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

পূর্ব এবং উত্তরপূর্ব ভারতের ৩টি প্রদেশের ২৯৮৪টি গ্রাম পরিচর্য্যা কাজ করার জন্য সনাক্ত করা হয়েছে। ২০৭৫টি বাইবেল অধ্যয়ন দলের মাধ্যমে যে ৭৫০টি আরাধনা দল তৈরী হয়েছে তার জন্য আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করি। দয়া করে প্রথম প্রজন্মের ২২৯৪ জন বিশ্বাসী যারা বিশ্বাস স্বীকারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তাদের জন্য প্রার্থনা করবেন। পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতের ৪৩১৪টি গ্রামে যে পরিচর্য্যা কাজ চলেছে তার জন্য দয়া করে প্রার্থনা করবেন। আপনাদের প্রার্থনায় ২৮৩৯টি বাইবেল অধ্যয়ন দল এবং ১৪১৯টি আরাধনা দলকে স্মরণ করবেন। পরিবার হিসাবে ২৬০৭ জনের জন্য প্রার্থনা করবেন, যারা প্রথম বার খ্রীষ্টে তাদের বিশ্বাস স্বীকার করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই সমস্ত মণ্ডলীর আত্মিক বৃদ্ধির জন্য অবিরত প্রার্থনার প্রয়োজন।

আপনি সক্ষম হলে আমাদের পাশে দাঁড়ান:

পরিচর্য্যা কাজের অংশীদারগণদের আমরা ধন্যবাদ জানাই কারণ আপনাদের সাহায্যে আমাদের এই দর্শন দ্রুতগতি পেয়েছে। এই কাজে আপনাদের যুক্ত থাকার বিষয়টি উল্লেখ

করার মতো কারণ এই জন্যেই আমাদের সংস্থা ঈশ্বরের অনুগ্রহে এত দূর অগ্রসর হতে পেরেছে। আমাদের বিনীত নিবেদন আমাদের এই যাত্রায় আপনারা আরও দূর, অগ্রসর হতে সাহায্য করবেন। আমাদের অনুরোধ যেন আপনারা আপনাদের পরিবারের সদস্যদের এই ভালো কাজের সাথে যুক্ত করেন। আমরা আপনাদের জানাতে চাই যে গীর্জা নির্মাণের জন্য আপনাদের অনেকে যে বিশেষ দান দিয়ে থাকেন তা এই কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে যথেষ্ট সাহায্য করে। দয়া করে প্রতি মাসে ৪০০০ টাকা দান করে একটি গ্রাম দত্তক নিন এবং সুসমাচার প্রচারের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করুন। প্রভু আপনাদের প্রচুর পরিমাণে আশীর্বাদ করুন।

"ঊর্দ্ধলোকে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে (তাঁহার) প্রীতিপাত্র মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি।" (লূক ২:১৪)।

চেন্নাই খ্রীষ্টে — আপনাদের ভাই

২১ নভেম্বর ২৩ — রেভাঃ উইলস্‌ন জ্ঞানাকুমার

৪টি রাজ্য শিবির

যেখানে বিশ্বাসীরা সেবাকাজের বৃদ্ধির জন্য জড় হয়েছিল

উত্তর ভারত
রাজ্য শিবির ২০২৩
অক্টোবর ২২-২৩
ধ্যানানিলিয়াম
হায়দ্রাবাদ

উড়িষ্যা
রাজ্য শিবির ২০২৩
অক্টোবর ২৩-২৫
তিরুভাল্লা
কেরালা

মহারাষ্ট্র
রাজ্য শিবির ২০২৩
নভেম্বর ১০-১২
কোর্টালাম
তামিলনাড়ু

গুজরাট
রাজ্য শিবির ২০২৩
নভেম্বর ১৭-১৯
ধ্যানানিলিয়াম
হায়দ্রাবাদ

বিশেষ প্রতিবেদন:
স্বর্গীয় এমিল আন্নানের ২০০৯ সালের ডিসেম্বর ও জানুয়ারী বিশ্ববাণী সমর্পণ পত্রিকা থেকে নেওয়া হয়েছে...

সুসমাচার প্রচারের আনন্দ

প্রিয়তমেরা,

একজন প্রশ্ন করেছিল,

"আমি কোথায় আনন্দ পাব, কার কাছে তা রয়েছে?"

মানুষ মনে করে টাকা পয়সাতেই সুখ রয়েছে আর তাই তা না পেলে তারা চুরি করে,তারা আনন্দ চায়।

একজন দার্শনিক বলেছিলেন-

"মানুষ জগতে আনন্দের অন্বেষণ করে-

কিন্তু তারা যতই তার জন্য অন্বেষণ করুক না কেন তারা তা পাবে না।"

আনন্দ এবং শান্তি এই দুটি বিষয় মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন!

ঈশ্বর, যিনি আলো, বাতাস, বৃষ্টি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বিনামূল্যে দান করেছেন, তিনি আনন্দ এবং শান্তির মতো প্রাথমিক প্রয়োজনগুলিকেও বিনামূল্যে প্রদান করেছেন। আর তা যীশু নামের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব।

যেদিন পর্য্যন্ত আপনি সেই নাম গ্রহণ না করবেন, ততদিন আনন্দ এবং শান্তি আপনার থেকে দূরে থাকবে।

আপনাদের মধ্যে হয়তো অল্প জনই ববি ম্যাক ফেরিন নামে একজন অ্যামেরিকান গায়কের কথা জানেন, যিনি গানও লিখতেন। তার লেখা গানের মধ্যে একটি বিখ্যাত গান হলো "ডোন্ট ওরি বি হ্যাপি" অর্থাৎ দুশ্চিন্তা কোর না কিন্তু সুখী হও। সেই দেশে এই গানটি মানুষের কাছে বিখ্যাত হয়েছিল। ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় যখন জর্জ এইচ.ডাব্লু, বুশের পিতা জর্জ. ডাব্লু বুশ, ভোটে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন তখন এই গানটিকে মুখ্য গান হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

ভোটের প্রচারের সময় সমস্ত পৃথিবীর কাছে এই গানটি অতি পরিচিত গান হয়ে ওঠে। কিন্তু এই গান যিনি লিখেছিলেন তার কাছে এই গানের কোন অর্থ ছিল না আর তাই ববি ম্যাক ফেরিনের গান জনপ্রিয় হলেও তিনি আত্মহত্যা করে নিজের জীবন শেষ করে দিয়েছিলেন।

পৃথিবীতে ২৪৫টি দেশের মধ্যে কোন দেশেই আনন্দ এবং শান্তি নেই!

আমাদের প্রতিবেশী দেশ মালদ্বীপের কথা বলি, এটি একটি ধনী প্রতিবেশী দেশ! কিন্তু সেখানেও মানুষের মনে শান্তি নেই।

৩০ বছর ধরে স্বৈরাচারী শাসনের পর সম্প্রতি সেখানে গণতান্ত্রিক নির্বাচন হয়েছে। নতুন একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছে- কিন্তু তবু সেখানে শান্তি নেই!

কারণ মানুষের মনে ভয় রয়েছে যে মালদ্বীপ সমুদ্রের তলায় ডুবে যেতে পারে!

প্রায় ১২০০ ছড়িয়ে থাকা দ্বীপে প্রায় ৪ লক্ষ মানুষ বাস করে আর তাদের সবার মনে এই ভয় যে যদি আরেকবার সুনামি আস তাহলে কতগুলি দ্বীপ জলের তলায় চলে যাবে!

মালদ্বীপ সমুদ্র তল হতে কেবল ৩ ফুট উঁচুতে অবস্থান করছে। তারা তাদের জনগনকে অন্য স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে এবং একটি কৃত্রিম মালদ্বীপ তৈরী করার প্রচেষ্টা করছে। আপনি হয়তো দৈনিক পত্র পত্রিকায় এই সংবাদ পাঠ করেছেন।

সংক্ষেপে বলা যায় ব্যক্তি, পরিবার, শহর এবং যে কোন দেশের মানুষের মনে বর্তমান যুগে আনন্দ এবং শান্তির অভাব রয়েছে।

প্রভু যীশু এই জগতে এসেছিলেন আপনাকে এবং আমাকে সেই আনন্দ দিতে।

এবং সেই সাথে জগতের সকল মানুষকে সেই আনন্দের অধিকারী করতে।

তাঁতেই আনন্দ রয়েছে।

যীশু বলেছিলেন: "আমার আনন্দ!" (যোহন ১৫:১১)

প্রিয়তমেরা,

প্রকৃত আনন্দ জাগতিক অস্থায়ী আনন্দের থেকে ভিন্ন;

জগতের অস্থায়ী আনন্দ নিমেষ মাত্র থাকে; কিন্তু প্রকৃত আনন্দ যাকে সুখ বলে তা অনন্তকালীন; তা জগত দিতে পারে না। সেই সুখ জগতের সকল আনন্দের উর্দ্ধে।

জ্বলন্ত ঝোপের কাছে মোশি যে আনন্দ পেয়েছিলেন তার স্বাদ ফরৌণ তার প্রাসাদে পান নি বা মোশির শ্বশুর মশাইয়ের কাছেও ছিল না।

সেই আনন্দ লাভ করে তিনি জগতের সমস্ত সুখভোগকে "পাপজাত ক্ষণিক সুখভোগ" মনে করেছিলেন। (ইব্রীয় ১১:২৫)

আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই শয়তান আদম হবাকে কেবল মাত্র পাপের যে আনন্দ সেই কথা বলেছিল, কিন্তু তার পরিণামের কথা বলে নি। সেইভাবেই সে যীশুর কাছে এসে জগতের সুখভোগের প্রলোভন দেখিয়েছিল। (লূক ৪:৬-৭)!

যীশু শয়তানের এই চাল জানেন আর তাই যারা পাপে পতিত হয় তাদের উদ্ধার করে প্রকৃত আনন্দে পূর্ণ করেন।

যীশু পিতার কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন: "যেন আমার আনন্দ আপনাদিগেতে সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয়"!

সত্যিই তিনি মানুষের দুর্দশা সকল বহন করে তাদের স্বর্গীয় আনন্দ দেন।

প্রিয়তমেরা,

জগতের মানুষ যতদিন ঈশ্বরের বাক্য না জানবে ততদিন তারা মিথ্যা আনন্দে ডুবে রইবে। আর তা জানলে তবেই তারা প্রকৃত আনন্দের অধিকারী হবে। প্রভু যীশু যে আনন্দ দেন তা "তাঁর আনন্দ"।

হ্যাঁ তা পাপ ক্ষমার আনন্দ!

প্রিয়তমেরা,

উৎসবে যে আনন্দ মানুষ লাভ করে তার চেয়ে পাপ ক্ষমার আনন্দ লাভ করা সম্পূর্ণ আলাদা। উৎসবের আনন্দ সবাই পেতে পারে কিন্তু পাপ ক্ষমার আনন্দ কেবল তারাই লাভ করে যাদের হৃদয়ে যীশু রয়েছে।

উৎসব আমাদের বিভিন্ন প্রকারের আনন্দ দিয়ে থাকে তা সাজ গোজ, খাবার, উৎসব, আত্মীয়স্বজন, জনতার ভীড়, বাজি পটকা ইত্যাদি থেকে আসতে পারে। কিন্তু উৎসব যখন শেষ হয় বা আত্মীয় স্বজন চলে যায়, সেই আনন্দ বাজি পটকার মতোই শেষ হয়ে যায়।

কিন্তু প্রকৃত আনন্দ চিরকাল থাকে এবং তা হৃদয়ের অবস্থার উপরে নির্ভর করে!

লোকে যখন জিজ্ঞেস করে: "আপনি কেমন আছেন? তখন সেই উত্তর মুখ দেখে বোঝা যাবে, কিন্তু "আপনি কি সুখী?" এই প্রশ্নের উত্তর কেবল হৃদয় দিতে পারে! হৃদয় হতে যখন দুর্গন্ধ বার হয় তখন মন অসুস্থ কিন্তু পরিষ্কার হৃদয় হতে আসে আনন্দ।

এই পৃথিবীতে যেখানে সকলেই পাপ করেছে এবং পতিত হয়েছে সেখানে কেবলমাত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পাপ ক্ষমা করার কর্তৃত্ব রয়েছে এবং তিনিই মানুষকে পূর্ণ আনন্দের অধিকারী করতে পারেন।

দায়ূদের হৃদয় তাই প্রভুর পরিত্রাণের আনন্দের জন্য ক্রন্দন করে উঠেছিল, "তোমার পরিত্রাণের আনন্দ আমাকে পুনরায় দাও।" (গীতসংহিতা ৫১:১২)।

আর ঈশ্বর তাঁকে তা দান করেছিলেন!

এমনকি পিতরের হৃদয় সেই আনন্দের আকাঙ্খা করেছিল

আর যীশু তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তা তাঁকে দিয়েছিলেন।

মানুষ ঠাট্টা করে বলেছিল, উনি কে যে পাপের ক্ষমাও দিয়ে থাকেন?

জনগন যীশুকে তাদের সীমানা ছেড়ে যেতে বলেছিল!

তখনকার মতো বর্তমান পৃথিবীতেও এমন মানুষ রয়েছে যারা প্রভু যীশুকে ঘৃণা করে!

এতে যীশুর কোন ক্ষতি হয় না কিন্তু এর ফলে তাদেরই ক্ষতি হয়।

আপনি যদি পাপের ক্ষমার আনন্দ পেয়ে থাকেন তবে

আপনি প্রকৃত আনন্দের অধিকারী হয়েছেন!

এই আনন্দ পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আসে (রোমীয় ১৪:১৭)

ভুলে যাবেন না পবিত্র আত্মা গুণিতক হারে কাজ করে থাকেন।

পাপের ক্ষমার আনন্দ হৃদয়কে শুচি করে।

পবিত্র আত্মার কারণে সেই আনন্দ হৃদয়ে গুণিতক হারে বৃদ্ধি লাভ করে!

এই বৃদ্ধি যীশুর উপরে আস্থা বৃদ্ধি করে এবং প্রেমের, পবিত্রতার বৃদ্ধি ঘটায় আর ঈগল পক্ষীর ন্যায় তার বল বৃদ্ধি পায়, এর ফলে অনেক মানুষ প্রভুর কাছে আসে

এবং মণ্ডলীর পরিচর্য্যা কাজ বৃদ্ধি লাভ করে।

যে বৃদ্ধি আমরা তা দেখি তা ৩০ গুণ, ৬০ গুণ এবং ১০০ গুণ হয়ে ওঠে। তা কখনো হ্রাস পায় না।

ব্যবসার বাজার পড়ে যায়, স্টক মার্কেটের পতন হয় কিন্তু যারা প্রভু যীশুকে জানে তাদের কোন কিছুর অভাব হয় না!

আরেকটি আনন্দ রয়েছে আর তা হলো অনুসরণ করার আনন্দ।

স্বর্গে আমাদের নাম লেখা রয়েছে সেই আনন্দ (লূক ১০:২০)!

পুরাতন দিনেও যারা কোন দেশে জন্ম নিত তাদের জন্ম স্থান, তারিখ এবং অন্যান্য নথি, যেমন তাদের বাবা মায়ের নাম ইত্যাদির নথি যত্ন সহকারে রাখা হতো। যেদি সেখানে মিথ্যা তথ্য দেওয়া হতো তবে শাস্তি হতো।

আপনাদের হয়তো আসামে ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসের ৩০ তারিখে যে বোমা বিস্ফোরণে ৮০ জন মারা গেছিল তার কথা মনে আছে? আসামের সরকার সেই সময় ভুটান হতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আধিকারিকদের গ্রেপ্তার করেছিল !

ভুটানের রাজা এর উত্তরে বলেছিলেন:

"আপনাদের যা ইচ্ছা হয় করুন কিন্তু তাদের ভুটানের হাতে তুলে দেবেন না। আপনারা যদি আমাদের হাতে তুলে দেন তবে আমরা তাদের হত্যা করে তাদের নাম নথি পত্র হতে মুছে দেব।"

স্বর্গে যাদের নাম লেখা রয়েছে তারা পাপ ক্ষমার আনন্দে চিরকাল আনন্দ করবে। তাদের নাম মুছে ফেলা হবে না।

প্রকাশিত বাক্য ৩:৫ পদে লেখা রয়েছে:

"যে জয় করে সে তদ্রুপ শুক্ল বস্ত্র পরিহিত হইবে; এবং আমি তাহার নাম কোন ক্রমে জীবন-পুস্তক হইতে মুছিয়া ফেলিব না, কিন্তু আমার পিতার সাক্ষাতে ও দূতগণের সাক্ষাতে তাহার নাম স্বীকার করিব।"

প্রিয়তমেরা,

সুসমাচারের আনন্দ সকল আনন্দের উর্দ্ধে।

কারণ সেই আনন্দ প্রভু যীশু দিয়ে থাকেন।

পাপের ক্ষমার আনন্দ এবং পবিত্র আত্মার আনন্দ আর সেই সাথে স্বর্গে যে আমাদের নাম লেখা রয়েছে এই নিশ্চয়তার আনন্দ কতো আশীর্বাদজনক!

প্রভু যীশুকে ধরুন যিনি এই মহান আশীর্বাদের অধিকারী করতে পারেন!

তাঁর পরিত্রাণের এই শক্তিযুক্ত সুসমাচার সকলের কাছে ছড়িয়ে দিন!

সুসমাচার প্রচারের জন্য যারা পরিশ্রম করে তাদের "নাম যে জীবন পুস্তকে লেখা রয়েছে" এই বিষয়টি কতো আনন্দজনক! (ফিলিপীয় ৪:৩)।

যে আনন্দ সুসমাচার প্রদান করে থাকে তা এই নতুন বছর এবং সারা জীবন ধরে আপনার হোক। আমেন!

পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে...

প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে প্রত্যেক প্রিয়জনকে জানাই বড়দিন ও নতুন বৎসরের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

বিগত সংখ্যায় ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল রবে বা চিরস্থায়ী এই বিষয় নিয়ে আমরা ধ্যান ও আলোচনা করেছি। আর এই "বাক্য" যা মাংসে মুর্ত্তিমান হইলেন (যোহন ১ অধ্যায় অনুসারে)। সেই আগমনের "মহানন্দের সুসমাচার" নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চলেছি।

আমাদের জীবনে আনন্দে বা মহানন্দ তখনই নেমে আসে যখন কোন বাক্য বা কথা যা সংবাদ আমাদের জীবনকে আনন্দে পরিপূর্ণ করে দিতে পারে। "সুসমাচার" এই শব্দটি নিজেই একটি সম্পূর্ণ বাক্য তুল্য অর্থাৎ এই বাক্যেই আমাদের জীবনে আনন্দ ও আশীর্ব্বাদ নিয়ে আসতে পারে, যা আমাদের চিন্তার অতীত এবং যার দ্বারা আনন্দ আমাদের আশার অতিরিক্ত। জগতের বুকে যখন আমরা আছি আমরা জাগতিক ভাবে আলো ও অন্ধকার দেখে অভ্যস্থ যা ক্ষণস্থায়ী। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ও পৃথিবীর চারিদিকে চাঁদ ঘোরে আবার পৃথিবী নিজেও লাট্টুর মত ঘোরে, ফলে, সাধারণ ভাবে দিন ও রাত হয়। আবার ঘন কাল রাতের পর প্রভাতের আলো ফোটে যা আমাদের আনন্দ দেয়।

কিন্তু "সু-সমাচারের" আলো যা চোখে দেখা যায় না কিন্তু হৃদয়ে অনুভব করা যায়, যে আলো আপনার অন্ধকারময় জীবনকে চিরস্থায়ী ঈশ্বরের আলোতে পূর্ণ করে দেবে যেখানে কোন সময় আর দিয়াবলের অন্ধকার প্রবেশ করতে পারবে না। এই আলো জগতে কোন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বা বৈদ্যুতিক বা কৃত্তিম ভাবে লাভ করা অসম্ভব। আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ যখন সুসমাচারের আলো কোন মানুষের জীবনে নেমে আসে তখন শুধুমাত্রই আনন্দ হয় না মহানন্দ হয়। লূক ২:১০-১১ পদ অনুসারে স্বর্গদূত মেষপালকদের অভয় দিয়ে বলেছিলেন "আমি তোমাদিগকে মহানন্দের সুসমাচার জানাইতেছি... তোমাদের জন্য ত্রাণকর্ত্তা জন্মিয়াছেন, তিনি খ্রীষ্ট প্রভু"।

বাইবেল অনুসারে পাপের বেতন মৃত্যু, জগতের আইন অনুসারে আইন ভাঙ্গার ফল বিভিন্ন শাস্তি। আর এক জন ত্রাণকর্ত্তা জন্মাইয়াছেন যিনি আমাদের সকল পাপভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন আমাদের প্রাপ্ত শাস্তি তিনি নিজে ভোগ করেছেন। অর্থাৎ আমাদের নিশ্চিত অন্ধকার থেকে চিরস্থায়ী আলোতে প্রবেশ। যে আনন্দ আমরা কোন ভাবেই লাভ করতে পারি না নিজেদের ক্ষমতায়, সেই আনন্দ ঈশ্বর আমাদের বিনামূল্যে দান করেছেন। আর সেই আনন্দ যা কখনও ফুরাই না তাই হল মহানন্দের সুসমাচার।

একটি জীবন্ত সাক্ষ্য আপনাদের সাথে ভাগ করে নিচ্ছি যা মহানন্দের সুসমাচারকে প্রকাশ করে।

“আমি বোন নমিতা সিং, গ্রাম গোপীনাথপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ। আমার জন্ম একটি অ-খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসী পরিবারে। আমি ছোট থেকে প্রভু যীশু সম্পর্কে জানতাম না। বিবাহের কিছু বছর পর তাঁকে জানার আমার গৌভাগ্য হয়েছিল। এমত অবস্থায় এক দিন আমি মন্দ আত্মা দ্বারা অসুস্থ হয়ে পড়ি। প্রায় ১০ বছর যাবত আমি পীড়িত থাকি। আমার স্বামী তারা বহুবার আমাকে ওঝা, গুণিন এবং কবিরাজের কাছে নিয়ে যায় কিন্তু আমি কিছুতেই সুস্থ হতে পারছিলাম না। ৬ মাস পূর্বে আমাদের গ্রামে যে বিশ্ববাণীর আরাধনা দল আছে সেখানকার একজন বিশ্বাসী আমার প্রতিবেশী আমাকে প্রার্থনায় আসতে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল। কিন্তু আমার পরিবার সেই আমন্ত্রণের সাড়া দিচ্ছিল না। কিন্তু আমি জোড় করে সেখানে যাবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। তখন পরিবারের লোকে আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে বাধ্য হল। আমি যেদিন সেখানে উপস্থিত হয়েছিলাম সেই দিন রেভা: হরি কুণ্ডু, ভাই মঙ্গল নায়েক ও অন্য ভাইয়েরা উপস্থিত ছিল তারা আমার অসুস্থতার জন্য যীশুর নামে সমবেত ভাবে প্রার্থনা শুরু করেছিল। কিছুক্ষণ প্রার্থনার পরে আমার শরীরের ভিতর থেকে এক শক্তি বেরিয়ে গেল ও আমি খুবই দূর্বল হয়ে পড়লাম। তারপর থেকে আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ আর আমি সেই সাক্ষাকে পাশ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে বহন করে চলেছি। প্রভুর ধন্যবাদ হোক! এখন আমার প্রার্থনা যেন আমার স্বামী ও সন্তানেরা প্রভুকে গ্রহণ করতে পারে।”

প্রভু যীশু আমাদের কাছে – এই জন্যই মহানন্দের সুসমাচার, কারণ জগতের আর কেউ যে বিষয় দিতে পারেই না, প্রভু যীশুতে বিশ্বাস দ্বারা তা মহূর্তেই সম্ভব। পাপ থেকে উদ্ধার নিশ্চিত নরক থেকে প্রভু যীশুতে বিশ্বাস দ্বারা স্বর্গগামী হওয়া। - তাই সুসমাচার হল মহানন্দের। জীবন্ত সাক্ষ্যগুলি হল তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

যা আমাদের আবার প্রভুতে চলতে সাহায্য করে– আমি বা আমরা খ্রীষ্টিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করি বা না করি, আমাদের জন্ম পাপে– কারণ বাইবেল বলে “পাপে” আমার মাতা আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন” গীত: ৫১:৫। তাই যতক্ষণ না পর্য্যন্ত নিজেদের পাপী বলে, পাপ স্বীকার না করি এবং প্রভু খ্রীষ্টকে আমাদের মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ না করি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের জীবন নিশ্চিত নরকের পথ থেকে অনন্ত জীবনের পথে পরিব্যক্তিত হতেই পারে না। তাই খ্রীষ্টের জন্য বার্তা, “মহানন্দের সুসমাচার”।

আমাদের সকলের আগামী বড়দিন মহানন্দের হউক - জাগতিক ভাবে আনন্দ লাভের মধ্যে দিয়ে নয়, বরং আর এক জন হারিয়ে যাওয়া আত্মাকে মহানন্দের সুসমাচার পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে যে, প্রভু যীশুর জন্ম প্রত্যেক মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার দানের জন্য। তার আত্ম বলিদানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ হয়। আর তাঁর পুনরুত্থান এই বিশ্বাস কে দৃঢ় নিশ্চিত হতে সাহায্য করে। তিনি স্বর্গে আছেন ও আমাদিগকে নিতে আসবেন এই আশার আলো আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় হয়ে চলতে সাহায্য করে।

বড়দিন ও নতুন বৎসরেরর শুভকামনা ও শুভেচ্ছার সঙ্গে প্রভুতে

ভাই সুজয় দাস

এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে...

বছরের মধ্যে ডিসেম্বর মাসটি উত্তম মাস বলে আমার মনে হয়। কারণ ঠান্ডা বাতাস বওয়ার সাথে সাথে তা আমাদের কাছে উৎসবের মাসের কথা বলে। এই উৎসবের মাসে সবাই কেনা কাটায় ব্যস্ত। দোকানগুলি ক্রিসমাস ট্রী , সান্তা ক্লস এই সব দিয়ে মানুষকে আকর্ষণ করার চেষ্টায় রয়েছে। সেইসাথে বড়দিনের কিছু গান বাজনা, আলোক সজ্জা সবকিছু এক উত্তেজনার সৃষ্টি করে। আমরা কোন কোন ভাবে প্রতিবছর নতুন তারা,কাগজ ইত্যাদি দিয়ে ঘর সাজাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। গোশালা তৈরী করা হয় যেগুলি পরিচ্ছন্ন, সেখানে মশা মাছি এবং সেইসাথে দুর্গন্ধ নেই। প্রাণহীন জন্তুর পুতুলগুলো সেই গোশালা ময়লাও করে না। যোষেফ এবং মরিয়মের কাপড় খুব সুন্দর যেগুলি শিশুদের সাথে বড়দের মনও আকর্ষণ করে এবং সবাই অন্য বছরের চেয়ে আলাদা কিছু করতে চায়।

ভারতবর্ষে এমনও পরিবার মেলে যারা বড়দিনে ঘর সাজাতে ৫০,০০০ হাজার টাকাও খরচ করে ফেলে। অনেক কেকের দোকানে আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। যারা দুই চাকা বা চার চাকার যান কেনে তাদের জন্য নানা আকর্ষণীয় ছাড় দেওয়া হয়ে থাকে।

লণ্ডন শহরের রাস্তাগুলি আলোক সজ্জায় সেজে ওঠে। ইউরোপ এবং আমেরিকাতেও তাই হয়। অনেকে তাদের মোবাইল ঘেটে প্লেনের টিকিট বুক করে বেড়াতে যাবার জন্য। কিন্তু যীশুর জন্ম নিয়ে কেউ ব্যস্ত নয়। বিষয়টি চাপা পড়ে যায়।

সেইসাথে শিশুরা যুবকদের সাথে গীটার এবং বঙ্গ নিয়ে ক্যারোল গানের জন্য প্রস্তুত হয়। তারা সান্তার টুপি পড়ে বাড়ি বাড়ি গান গাইবার জন্য প্রস্তুত।

কিন্তু এই উৎসবে যে বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তা হলো বড়দিনের মর্ম বোঝা। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে অনেক উৎসবের কথা বলা হয়েছে যা কিছু বিশেষ ঘটনা স্মরণ করাবার জন্য পালন করা হতো। উৎসব পালন করা তখনই স্বার্থক যদি আমরা তার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করি। কিন্তু আমরা যখন তার আসল অর্থ থেকে দূরে সরে যাই তখন সেই উৎসব পালন নিরর্থক হয়ে ওঠে। তখন নানা প্রশ্ন আমাদের মনে জাগতে পারে। সত্যিই কি যীশু জন্মেছিলেন; আর যদি জন্মেই থাকেন তা নিয়ে আমরা কি করব? অনেকে ঠাট্টা করে বলে বাবা ছাড়াই এক শিশু জন্ম নিল? এতো বৈজ্ঞানিক ভাবে অসম্ভব! সুতরাং নিশ্চয় কোথাও গোলমাল হয়েছে! আবার এইভাবে জন্মানো শিশু কিভাবে ঈশ্বর হতে পারে? ২০০০ বছর ধরে অবিশ্বাসী মানুষ এই ধরণের নানা প্রশ্ন করে

আসছে।

অনেকে যীশুর মূর্তি বিক্রী করে, ছবি এঁকে তা বিক্রী করে তারা মনে করে যীশু নামে যা কিছু করা যায় তাই ভালো। আর এই ভালো কাজ করলে তারা হয়তো লটারী পাবে বা তাদের আয় বাড়বে ইত্যাদি। শেষে কোন কিছু লাভ হলে সত্যিই তাহলে যীশুর আশীর্বাদ এসেছে। এই ধরণের অনেক আগাছা রয়েছে যা উপড়ে আগুনে ফেলা হবে।

আরেক দল যারা সেই শিশুকে ঈর্ষা করে তারা রাজা হেরোদের মতো তাকে হত্যা করতে চায়। তাদের প্রজন্ম সেইসময় থেকে এখনো যারা যীশুর বিষয় এবং তাঁর অপূর্ব অলৌকিক কাজের কথা বলে তাদের ধ্বংস করতে চায় যাতে সুসমাচার বিস্তৃত না হয়। তারা খ্রীষ্টের অনুসারীদের ধরে মারে এবং হত্যা করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা তাদের কাজে সফল হয়। আর এই ধরণের দল সব দেশেই দেখা যায়।

আরেক দল বলে সেই শিশু ঐশ্বরিক নয়, তিনি মহান হতে পারেন কিন্তু তারা তাঁকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করে না।

তারা খ্রীষ্টের পরাক্রমকে সমালোচনা করে এবং তাঁর গৌরব এবং প্রভুত্ব নিয়ে ঠাট্টা করে।তারা ঈশ্বরেও বিশ্বাস করে না এবং সবকিছু বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চায়।

আরেক দল রয়েছে যারা বলে যে এক অলৌকিক শিশুর জন্ম হয়েছে যিনি পাপ হতে ধৌত করবেন। তাদের কাছে যীশু শিশুই রয়ে গেছেন। তারা সেই শিশুর আরাধনা করে গান ও নাচ করে। কিন্তু কি কারণে সেই শিশু জন্মেছিলেন সে সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ।

আরেক দল মানুষ প্রভু যীশুকে সেই সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চায় যারা তাঁর নাম কখনো শোনেনি, যারা সেই আলোর এবং সেই পরিত্রাতার সন্ধান পায়নি। এই ধরণের মানুষদের আমরা মিশনারী বলে থাকি এবং তাদের এই পরিচর্য্যা কাজে সাহায্য করার জন্য অনেকে হাত বাড়িয়ে দেন। তাদের আমরা পরিচর্য্যা কাজের অংশীদার বলে থাকি।

সেই শিশু বড়ো হয়ে যে উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে এসেছিলেন তা পূর্ণ করেছেন। বর্তমানে তিনি পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পাশে বসে আছেন। ঈশ্বর যদি এই দলগুলির মধ্যে পুরস্কার দিতে চান তবে কারা পুরস্কার পাবে? নিশ্চয় শেষের দলটি, কারণ তারা তাঁর উদ্দেশ্য বুঝে তা পালন করেছে।

প্রিয়তমেরা এই বড়দিনে যীশুর আগমনের প্রকৃত কারণ জানাটা প্রথম বড়ো

বিষয়। তাঁর প্রথম আগমন নিয়ে আমরা উৎসব এবং আনন্দ করি, আর সেইভাবেই তাঁর দ্বিতীয় আগমনের সময় মহা তাড়না এবং কষ্টের সময় উপস্থিত হবে।

যারা প্রভু যীশুকে গ্রহণ করেনি এবং তাঁকে হৃদয়ে গ্রহণ না করে উৎসবে ব্যস্ত তারা সেই কষ্টের মধ্যে পড়বে। সেইসাথে যারা প্রভু যীশুকে তাদের হৃদয়ে মূল্যবান সম্পদ হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং তার সুসমাচার প্রচার করছে তারা প্রভু যীশুর দ্বিতীয় আগমনের সময় উৎসবে যোগ দেবে।

প্রতি বছরে যে বড়দিন উপস্থিত হয় তা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে আমরা জীবনে কি ভাবে চলি তার উপর নির্ভর করবে আমাদের শেষ গতি এবং প্রতিটি নতুন বছর এক একটি সুযোগ যেন আমরা তাঁকে বিশ্বাস করে, তার উপর আস্থা রেখে, তাঁর বাধ্য হয়ে বিশ্বাসে জীবনের পথে চলি। আমাদের জীবন কিরূপ তা বলে দেবে সেই দিন আমাদের অবস্থা কি হবে। সেই দিন আগাছা সকল উপড়ে ফেলা হবে এবং শস্য গোলায় সংগ্রহ করা হবে। শস্য হতে তুষ আলাদা করে তা অর্নিবান আগুনে ফেলে দেওয়া হবে, আর সেখানে রোদন ও দন্ত ঘর্ষণ হবে।

বর্তমানে বহু সংস্থা গজিয়ে উঠেছে যারা যীশুর নামে টাকা উপায় করার জন্য ব্যস্ত। অনেকে যারা প্রথম ছিল তারা শেষে পড়েছে। অনেক খ্রীষ্টারীর উদয় হয়েছে। শেষ সময় প্রায় এসে পড়েছে।

এই বড়দিনে তাই প্রশ্ন হলো, এই বড়দিনে কোন বিষয়টি আপনার কাছে প্রাধান্য পাচ্ছে? তা অবশ্যই গোশালা বা মূর্তি নয় এবং প্রাণ বিহীন সেই শিশুর মূর্তিও নয়।

আসুন আমরা সেই যীশুকে গ্রহণ করি যিনি আমাদের পাপ হতে উদ্ধার করতে, এবং উদ্ধার লাভ করে বাধ্যতার জীবন যাপন করার জন্য সাহায্য করতে এসেছিলেন। তিনি আজ, কাল এবং পরশু একই আছেন। তিনি পুনরুত্থিত জীবিত ঈশ্বর।

এই বড়দিনে সব আনন্দের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো আনন্দ আপনার জীবনে এই হোক যে তিনি আপনার অন্তরে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং প্রতিদিন আপনার সাথে সাথে আছেন।

এই বড়দিনে আমি আপনাদের সেই আনন্দের সহভাগী হবার জন্য আমন্ত্রণ জানাই।

- হ্যারিস প্রেম

ঈশ্বরের অনুগ্রহে সেবাকাজ ফলদায়ক!

মুম্বাই এর চেম্বুর বেথেল সি.এন.আই. চার্চের পুরোহিত, যুবক, শিক্ষক এবং চার্চের সদস্যদের সাথে ২৯ জনের একটি দল হিসাবে আমরা অক্টোবর মাসের ২ ও ৩ তারিখ গুজরাটের ক্ষেত্রগুলি পরিদর্শন করতে সক্ষম হয়েছি। ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও বিশ্বাসের কারণে ক্ষেত্রের বিশ্বাসীদের থেকে ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে শুনতে সত্যিই বিস্ময়কর লাগছিল। আমাদের প্রতি বিশ্বাসীদের প্রেম এবং আতিথেয়তার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করি।

আমরা সোনগড় ক্ষেত্র পরিদর্শনে একটি বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও সেখানর কার মিশনারীদের সাথে সাহচর্য উপভোগ করেছি। সন্দপুর ক্ষেত্রের বিশ্বাসীরা যখন প্রখর সূর্যের নীচে তাদের বংশ পরাম্পরাগত নৃত্যের মাধ্যমে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছিল তখন আমরা প্রভুতে খুবই খুশি হয়েছি। আমরা চার্চের সহযোগিতা, বিকালের সহভাগিতা এবং কাঠিসকুয়া বিশ্বাসীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত উপাসনাতে উপস্থিত থাকতে পারার জন্য প্রভুর কাছে কৃতজ্ঞ হয়েছি।

এটা বলাই সঙ্গত বা যুক্তিযুক্ত হবে যে আমরা ক্ষেত্রে গিয়ে ক্ষেত্রে থেকে অনেক কিছু শিখেছি! এটা আমাদের বলতে হচ্ছে যে ক্ষেত্র বিশ্বাসীদের ঈশ্বরের প্রেম থাকাতে ঈশ্বর তাদের সকল ইচ্ছা পূরণ করে চলেছেন!

নাভাপাদা স্কুলে আমরা চার্চের মাধ্যমে বীজ বপন করেছিলাম তা এখন একটি ফলদায়ক বৃক্ষ হিসাবে বেড়ে উঠেছে যা দেখে আমরা খুবই খুশী হয়েছি। আমরা ফলপ্রসূ পরিচর্য্যা প্রত্যক্ষ করতে পেরে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করেছি। বর্তমানে নাভাপাদা স্কুলে বেড়ে ওঠা তিনটি শিশু এই বছর মেডিকেল কলেজে যোগ দিয়েছে এবং শীঘ্রই সমাজের সেবাকারী ডাক্তার হবে। এই বিষয়টি আমাদের কাছে মধুর চেয়েও একটি মিষ্টি বিষয় ছিল। চার্চের যুবকরা এবং সদস্যরা ক্ষেত্রের চাহিদা মেটাতে একত্রিত হয়ে কাজ করে চলেছে। মিশন ক্ষেত্রগুলিতে এই দুটি দিন চার্চের যুবকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ দিয়ে সেবাকাজকে শক্তিশালী করতে ও ভবিষ্যতে চার্চ তৈরী করতে প্রভু আমাদের তাঁর কাজের জন্য নতুন করে দর্শন দিয়েছেন তার জন্য প্রভুর ধন্যবাদ হোক।

আমরা যীশু নামে মিশনারী ইবেনেজারকে ধন্যবাদ জানাই যিনি মিশন ক্ষেত্র ভ্রমণের সময় আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং সকল প্রয়োজন পূরণ করেছেন। রাজার প্রশংসা হোক! **— ভ্রমণ দল**

ক্ষেত্র পরিদর্শন

৩০ জনের একটি দল হিসাবে, আমরা ক্ষেত্র পরিদর্শন করতে পালায়মকোট্টাই থেকে যাত্রা করেছিলাম। আমরা ২৭শে সেপ্টেম্বর থেকে ৩রা অক্টোবর পর্য্যন্ত ক্ষেত্র পরিদর্শনের সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি আমাদের যে সুরক্ষা এবং ভ্রমণ করার সুযোগ দিয়েছেন তার জন্য আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই।

আমরা অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলায় চার্চ এবং প্রথম প্রজন্মের বিশ্বাসীদের দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। ক্ষেত্রগুলিতে পাহাড়ের উপর অবস্থান হওয়ায় সেখানে পাহাড়ী আঁকাবাঁকা পথ ধরে পৌঁছানো কঠিন ছিল। আমরা শ্রী রাজেশ বুবু এবং তার পরিবারের জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই যিনি এস. শিবরামপুরম ক্ষেত্রে একটি চার্চ নির্মাণ করেছেন এবং এটি ঈশ্বরের মহিমার জন্য গত ১/১০/২০২৩ তারিখে উৎসর্গ করা হয়েছিল। প্রভু আমাদের মিশনারীদের আগুনের মত ব্যবহার করছেন এবং ক্ষেত্রে প্রতিদিন অলৌকিক ঘটনা ঘটছে। রাজার প্রশংসা হোক! **– ক্রিস্টোফার জ্যামসন**

মণিপুরে অংশ পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ...

মণিপুরের প্রত্যন্ত গ্রামগুলির লোকেদের কাছে খাওয়ার মত খাবার ছিল না এবং ২০২৩ সালের ৩রা মে খাবারের জন্য তাদের একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে হয়েছিল। ক্ষেত্রের বিশ্বাসীদের কাছে এক মাসের প্রয়োজনীয় খাবারের অর্থ পাঠানোর জন্য আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই!

সাহায্যকারী বিশ্বাসীবর্গকে তিনটি ভিন্ন পর্যায়ে সাহায্য করা হয়েছে। ত্রাণ কাজের সাক্ষীরা ঈশ্বরের গৌরব নিয়ে এসেছেন কারণ সেবাকাজের অংশীদাররা তাদের সর্বোত্তম চেষ্টা করেছে। রাজার প্রশংসা কর।

- সেবাকাজের সমন্বয়ক, মণিপুর

সভাপতির পক্ষ থেকে...

নেটওয়ার্ক চেয়ারম্যানের পক্ষ হতে

খ্রীষ্টেতে প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

পরিত্রাতা প্রভু যীশুর মধুর নামে আপনাদের বড়দিন এবং নতুন বৎসরের অভিনন্দন জানাই।

আমরা যখন ২০২৩ সালে পিতা ঈশ্বর ভারতবর্ষের গ্রামগুলিতে যে কাজ করেছেন এবং যে ভাবে এই পরিচর্য্যা কাজে আমাদের চালনা দান করেছেন তা ফিরে দেখি তখন কৃতজ্ঞতায় আমাদের হৃদয় পূর্ণ হয়। আমরা অবিরত সেই সর্বশক্তিমানের প্রশংসা না করে পারি না।

যে সংখ্যক মানুষ অনুতাপ করেছেন, যে সংখ্যক গীর্জা নতুন নতুন গ্রামে নির্মিত হয়েছে , নতুন কর্মী যোগদানের সংখ্যা এবং নতুন নতুন ক্ষেত্র পরিচর্য্যা কাজের জন্য উন্মুক্ত ও সেই সাথে আরাধনা দলের সংখ্যা বৃদ্ধি আমাদের জীবন্ত বাক্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, ‘‘কারণ পুরাকাল অবধি লোকে শুনে নাই, কর্ণে অনুভব করে নাই, চক্ষুতে দেখে নাই যে তোমা ভিন্ন আর কোন ঈশ্বর আছেন, যিনি তাঁহার অপেক্ষাকারীর পক্ষে কার্য্য সাধন করেন (যিশাইয় ৬৪:৪)’’।

ঈশ্বরের বাক্য দ্রুতগামী:

পিতা ঈশ্বর আমাদের কোকবোরক ভাষায় বাইবেল প্রকাশ করতে সাহায্য করেছেন। কোকবোরক ভাষাটি ত্রিপুরার মানুষ ব্যবহার করে। ১৯৯০ সালে এই রাজ্যের বিশ্ববাণীর প্রথম কোর্ডিনেটর ছিলেন ডা: নাপুরাই জামাতিয়া। এই সময় বিশ্ববাণী ত্রিপুরায় তার প্রথম মিশন ক্ষেত্রটি শুরু করে। তিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সমগ্র বাইবেলটি মাতৃভাষায় অর্থাৎ কোকবোরক ভাষায় অনুবাদ করেন। ঈশ্বরের সন্তানদের সাহায্যে এবং প্রার্থনার দ্বারা এই বাইবেলটির ১০,০০০ কপি ছাপা হয়েছে। এই বাইবেলটি এমিল আন্নানের ১৯ তম স্মরণ সভায় ডিসেম্বর মাসের ১৯ তারিখে আগরতলায় উৎসর্গ করা হবে। এই বছরের পরিচর্য্যা কাজে ঈশ্বর আমাদের এই মহান আশীর্বাদ করেছেন।

অন্ধ্রপ্রদেশের ১২৫০ সৌরাদের গ্রামে সুসমাচার পৌঁছেছে:

উড়িষ্যার সীমানা অঞ্চলে অবস্থিত পারাভাতিপুরাম মানায়ম, শ্রীকাকুলাম এবং ভিজিনাগ্রাম জেলার প্রায় ৭৯৫টি গ্রামে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় আমরা সৌরা লোকেদের মধ্যে কাজ শুরু করেছি। এই পরিচর্য্যার ফলে তিনি আমাদের বহু আত্মাকে জয় করতে সাহায্য করেছেন। এখানকার মিশনারীরা কাজ করে চলেছে যেন তারা ১২৫০টি সৌরা গ্রামে পৌঁছাতে পারে যেন সেখানকার সৌরা উপজাতির মানুষের আত্মিক প্রয়োজন মেটাতে পারে। আচাপুভালসায় সৌরাদের জন্য দর্শন কেন্দ্রটি গড়ে উঠছে। ১২৫০ সৌরা গ্রামে পরিচর্য্যার জন্য এটি সেবা কেন্দ্র হয়ে উঠবে। আমরা ২০২৩ সালের পূর্বেই এই দপ্তরটিকে ঈশ্বরের অনুগ্রহে উৎসর্গ করতে পারব বলে আশা করছি।

নানা গোষ্ঠী ঈশ্বরের:

তেলেঙ্গানার চেঞ্চুদের কাছে অন্ধ্রপ্রদেশের কোয়া, কোন্ডা এবং ডোরা গোষ্ঠী এবং উড়িষ্যার কিউ ও হো গোষ্ঠীর মানুষের কাছে পৌঁছাবার জন্য মিশনারীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রয়োজন, যেখানে মিশনারীরা প্রশিক্ষণ পেয়ে সেইসব স্থানে পৌঁছাতে পারবে। আমরা প্রভুর

পরিচালনার জন্য তার পায়ে নত হয়ে অপেক্ষা করছি।

বিশ্বাসের সাথে ২০২৪ সালের দিকে তাকিয়ে:

এই নতুন বছরে আমাদের প্রার্থনা দলের সংখ্যা, প্রতিনিধিদের সংখ্যা, দান বাক্স যারা নিয়ে থাকেন তাদের সংখ্যা এবং সেইসাথে যারা গ্রাম দত্তক হিসাবে নিয়ে থাকেন তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হবে বলে আমরা আশা করছি। আমাদের ইচ্ছা এবং প্রার্থনা যেন ঈশ্বর এই আর্থিক বছরে আমাদের পরিচর্য্যা কাজকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেন।

ভারতবর্ষের ৮টি রাজ্যে যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি রয়েছে সেগুলি পূর্ণ সময়ের মিশনারী তৈরী করার জন্য বিশেষ অবদান রেখেছে। আমরা আরও তিনটি স্থানে যেমন কর্ণাটকের চেল্লাকেরে, পাঞ্জাবের পাঠানকোটে এবং রাজস্থানের উদয়পুরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করছি। দয়া করে প্রার্থনা করবেন যেন ঈশ্বর এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করেন। পরিচর্য্যা কাজে বৃদ্ধি আনতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রয়োজন, যেন মিশনারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায় এবং তারা আত্মিক ভাবে বৃদ্ধি পায় যেন গ্রামগুলিতে আত্মিক এবং সামাজিক পরিবর্তন আসে। তাই প্রার্থনা করবেন যেন এই নতুন বছরে নিজ গৌরবের জন্য ঈশ্বর আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করেন।

তুতিকোরিনের দর্শন কার্য্যকারী করার কেন্দ্র:

আমাদের ইচ্ছা এবং প্রার্থনা যেন ২০২৪ সালের মধ্যে তুতিকোরিনের দর্শন কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ শেষ হয় এবং তা ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়। আমরা এই ক্যাম্পাসের মধ্যে ছটি মূল দালান তৈরী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যেগুলি বাইবেল ল্যান্ড মিশনারী লাইব্রেরি, চ্যাপেল, দক্ষতা বৃদ্ধির কেন্দ্র, অডিটোরিয়াম, জাতীয় উন্নয়ন কর্মীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং তুতিকোরিনের জেলা দপ্তর হিসাবে ব্যবহার করা হবে। দয়া করে ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করবেন।

আলানগুলামের দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র:

আলাগুলাম দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দের ১৫২ জন মহিলা তাদের প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন। এই কেন্দ্রটি তেনকাশী জেলায় রয়েছে। ৩৬ জন মহিলা যারা এখানে প্রশিক্ষণ শেষ করেছে তদের ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে পুরস্কৃত করা হবে। প্রভুর কৃপায় আমরা প্রতি বছর ৮০ জন মহিলাকে বিনামূল্যে এই প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি, যেন তাদের পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা আসে। ২০২৪ সালে আমরা ১০০ জন মহিলার জন্য কম্পিউটার ক্লাস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। দয়া করে এর জন্য প্রার্থনা করবেন।

২০২৪ সালে যে ভোট হতে চলেছে তার জন্য প্রার্থনা করবেন যেন তা সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন হয়। যেন আমরা শান্তির সাথে আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারি।

দয়া করে প্রার্থনা করবেন যেন ঈশ্বর আমাদের জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা দেন যাতে আমরা সুষ্ঠ ভাবে পরিচর্য্যা কাজ চালিয়ে যেতে পারি। বিজয়ী খ্রীষ্ট আমাদের অগ্রে চলেছেন। তিনি সর্বদাই আমাদের কৃতকার্য্য করবেন। আসুন আমরা বিশ্বাস, প্রার্থনা এবং সেইসাথে কাজ করি। ঈশ্বর আপনাদের পরিবার এবং আপনাদের হস্তের কর্মকে প্রচুর পরিমাণে আশীর্বাদ করুন!

"আমি তোমাদিগকে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কর্ম দেখাইব।" (মীখা ৭:১৫)

হায়দ্রাবাদ
২৭/১১/২৩

খ্রীষ্টেতে আপনাদের ভ্রাতা
পি. সেলভারাজ

বিগত সংখ্যায় আমরা শমরীয়ায় প্রেরিত ফিলিপ যে পরিচর্য্য কাজ করেছিলেন তা দেখেছিলাম। পিতর এবং যোহন যখন শুনলেন যে শমরীয়রা সুসমাচার গ্রহণ করেছে তখন তাঁরা শমরীয়ায় ফিলিপের সাথে গেলেন এবং সেখানে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করে যিরূশালেমে ফিরে গেলেন। (প্রেরিত ৮:২৫)।

ঈশ্বর চান যেন আমরা তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করি এবং তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে চললে আমরা অনেক কাজ করতে পারি। প্রেরিত ৮ অধ্যায়ের ২৬ থেকে ৪০ পদ দেখুন। আমরা যখন এই অংশ নিয়ে চিন্তা করব তখন দেখতে পাব যে ফিলিপকে সাধারণ বিশ্বাসী হিসাবে বিধবাদের তত্ত্বাবধান করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। শিষ্যেরা ঈশ্বর দত্ত কাজ শেষ করে যিরূশালেমে ফিরে গেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য ফিলিপের কাছে এসেছিল, এবং তাঁকে বলা হয়েছিল যিরূশালেম হতে ঘসার দিকে যে রাস্তা গেছে সেই দিকে যেতে। আর তিনি সেই বাক্য মান্য করে ছিলেন, কোন প্রশ্ন করেননি। তিনি ভাবেননি যে এই মাত্র ত আমি শমরীয়ায় পরিচর্য্যা কাজ শেষ করেছি তাই আমি একটু জিরিয়ে নিয়ে যাব; কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গেই সেই যাত্রা শুরু করেছিলেন আর ঈশ্বর তার কাছে পরবর্তী বিষয় প্রকাশ করেছিলেন।

ঘসা স্থানটি যাকে গাজা বলা হয় তার সাথে পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষ পরিচিত। আমরা ঘসা হতে ইথিয়পীয়ায় পৌঁছাতে পারি।

লূক লিখেছেন যে একজন নপুংশক, যিনি কান্দাকী রাণীর কোষাধক্ষ, তিনি যিরূশালেমে ভজনা করে ফিরছিলেন। অনেক বাইবেল বিশেষজ্ঞদের মতে বহু ইথিয়পীয় প্রকৃত ঈশ্বর সম্বন্ধে জানতেন।

শিবার রাণী তার সময়ে যিরূশালেমে এসেছিলেন শলোমনের জ্ঞানের কথা শুনতে (১রাজাবলী ১০: ১-১২; ২ বংশাবলি ৯:১-১৩) গীতসংহিতা ৬৮:৩১ পদে লেখা আছে

মিশর হতে প্রধান প্রধান লোক আসিবে; কূশ শীঘ্র ঈশ্বরের কাছে কৃতাঞ্জলি হইবে।”

এই ইথিয়পীয়, যিনি ঈশ্বরকে জানতেন তিনি অনেক দূর হতে ভ্রমণ করে প্রভুর ভজনা করার জন্য এসেছিলেন এবং তারপর ফিরে যাচ্ছিলেন। কেউ কেউ বলে থাকেন যে তিনি একজন ইহূদী ছিলেন বা তিনি ইহূদী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই রকম মানুষকে অনেক সময় আমরা তীর্থযাত্রী বলে থাকি যারা সারা জীবনে অন্তত: একবার তীর্থক্ষেত্র দর্শন করেন। তাদের কাছে আরাধনার বিষয়টি অত্যন্ত পবিত্র।

ফিলিপকে এরপর একটি রথের সঙ্গ ধরতে বলা হয়েছিল। সেই রথের কাছে এলে

ফিলিপ দেখতে পেলেন সেই নপুংশক যিশাইয় পুস্তক পাঠ করছেন। তিনি যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের সেই অংশটি পাঠ করছিলেন যেখানে যীশুর কথা লেখা রয়েছে। ফিলিপ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি যা পাঠ করছেন তা বুঝতে পারছেন কিনা।

সেই ইথিয়পীয় সত্য ঈশ্বরকে জানতেন আর আমাদের বুঝতে হবে যে ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যেন মানুষ সুসমাচারে বিশ্বাস করে যে প্রভু যীশু এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, তিনি মানুষের পাপের জন্য মৃত্যু বরণ করেছিলেন, কবরস্থ হয়েছিলেন, তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন এবং তিনি জীবিত আছেন।

ফিলিপ যখন তাকে প্রশ্ন করলেন, ‘‘আপনি কি এর অর্থ বুঝতে পারছেন?” তখন তিনি উত্তর দিলেন, ‘‘কেউ বুঝিয়ে না দিলে আমি কিভাবে বুঝব?” আর তাই তিনি ফিলিপকে তার পাশে এসে বসতে বললেন (৩৫ পদ)। আমরা দেখতে পাই ফিলিপ এই পদের উপরে আধার করে যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক সুসমাচার প্রচার করেছিলেন।

এর দ্বারা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি ফিলিপের যে জ্ঞান এবং বিশ্বাস ছিল তা প্রকাশ পায়।

সেইসাথে সেই নপুংশক সুসমাচার শোনার পর বিশ্বাস করে বাপ্তিস্ম নেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। এর অর্থ দাঁড়ায় যে ফিলিপ তাকে কথোপকথনের সময় মন পরিবর্তন ও বাপ্তিস্মের কথা বলেছিলেন। ৩৯ পদে লেখা রয়েছে যে সেই নপুংশক বাপ্তিস্ম নেবার পর নিজের পথে আনন্দ করতে করতে ফিরে গেছিলেন। এরকম লেখা নেই যে তিনি যিরূশালেমে ফিরে গিয়ে আবার প্রভুর আরাধনা করে ঘরে ফিরে গেছিলেন।

সুসমাচার না জানলে মানুষের আনন্দ সম্পূর্ণ হতে পারে না। যদিও আরাধনার ধারা, উৎসব এবং আনন্দের ধরণ সময় সময় বদলাতে পারে তথাপি প্রভু যীশু হৃদয়ে না আসলে সব কিছু বৃথা, চিরাচরিত প্রথা মাত্র, মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিছু অনুষ্ঠান মাত্র। মণ্ডলী যদি ঈশ্বরের বাক্য যথাযথ ভাবে না জানে এবং তা প্রচার না করে তবে তা কখনোই বৃদ্ধি পাবে না। আমরা কখনোই কোন বিশ্বাসীকে বলতে শুনিনা এই গীর্জা সুন্দর দেখতে বলে আমি খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছি। বরং আমরা বলতে শুনি তারা যীশুকে ভালবাসে কারণ তারা ঈশ্বরের বাক্য হতে প্রকৃত সত্য জেনেছে। কারণ তিনি বিশ্বাসীর অন্তরে কাজ করে চলেছেন।

ভারতবর্ষের মানুষের কাছে সেই স্বর্গীয় আনন্দ পৌঁছানোর জন্য ফিলিপের মতো বহু প্রচারকের প্রয়োজন। মণ্ডলীর প্রাচীনদের পবিত্র আত্মার রব শোনা প্রয়োজন। আমরা যদি প্রভুর কাছে কোন ইতস্ততঃ না করে নিজেদের সমর্পণ করি তবে আমরা এই ভাবে অপরকে প্রকৃত আনন্দের অধিকারী করতে পারব। আর স্বর্গেও আনন্দ পৌঁছে দিতে পারব।

- রেভাঃ পন সুবারসন

নতুন বৎসর বিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে চলুন এবং তা অধিকার করুন

-রেভাঃ ইম্মানুয়েল জ্ঞানরাজ, প্রেয়ার নেটওয়ার্ক

নতুর বৎসর বিশ্বাসে এগিয়ে চলে অধিকার করুন:

ঈশ্বরের প্রিয় সন্তানেরা, আপনাদের এবং সেইসাথে আপনাদের পরিবারের সবাইকে বড়দিন এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই।

এই সময় আনন্দের এবং উৎসবের সময়। যীশু খ্রীষ্টের জন্ম পালন করার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা এই বছর বেঁচে আছি, তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। দেখতে দেখতে আমরা ২০২৩ সালের অন্তিম পর্য্যায়ে এসে পৌঁছেছি। এই বছরে পিতা ঈশ্বর আমাদের তাঁর চোখের মণির মতো রক্ষা করেছেন। তাঁর উপস্থিতি এবং প্রতিজ্ঞা আমাদের রক্ষা করেছে; আর সেই কারণে আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। অনেকেই ২০২৩ সাল শুরু করেছিলেন কিন্তু তা শেষ করতে পারেননি। এখানে আমরা তিনটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করব। প্রথমতঃ বড়দিনের উৎসব যা মহানন্দে পালন করা হয়, দ্বিতীয়তঃ আমরা এই বছরের শেষে নিরাপদে এসে পৌঁছেছি (প্রেরিত ২৭:৪৪), আর তার জন্য আমাদের উচিত প্রভুর ধন্যবাদ করা। তৃতীয়তঃ প্রভু আমাদের এই নতুন বছরে তার পরিচালনা দান করবেন এবং এমন পথে চালাবেন, "যে পথে আমরা ইতিপূর্বে গমন করিনি" (যিহোশূয় ৩:৪)।

বড়দিনের উৎসব পালন:

বড়দিন আমরা এই বছরে প্রতি বছরের মতোই পরিবার হিসাবে পালন করতে চলেছি। স্বাভাবিকভাবে আমরা নতুন জামা পরি, সকালের উপাসনায় যোগ দান করি এবং বন্ধু বান্ধবের সাথে যোগাযোগ করি। এই বছরে অনেক পরিবারই বড়দিন আনন্দ সহকারে পালন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কিন্তু বাইবেলে খ্রীষ্টের জন্মের বার্তা একই রয়েছে। সেই বাইবেলের পদগুলি কি আমাদের কাছে অন্য কিছু বলে?

স্বর্গদূতেরা মেষপালকদের কাছে দেখা দিয়েছিল যারা তাদের মেষ পাহাড়া দিচ্ছিল। তারা ঘোষণা করল, "দেখ আমি তোমাদের কাছে মহা আনন্দের খবর নিয়ে এসেছি।' আমরা এই খবর শব্দটির বদলে সুসমাচার শব্দটি ব্যবহার করতে পারি।

আমরা কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে তা আমাদের ব্যক্তির ব্যর্থতা হিসাবে ধরা হয়। হিতোপদেশ ১৪:১০ পদে বলে, "অন্তঃকরণ আপনার তিক্ততা বুঝে, অপর লোক তাহার আনন্দের ভাগী হইতে পারে না।" আনন্দ কোন ব্যক্তির নিজের অনুরূপে কিছু সংবাদ আনন্দের, বিশেষ করে বিশেষ কোন লোকগোষ্ঠীর। অন্যদিকে

কিছু কোন বিশেষ দেশের এবং বিশেষ লোকগোষ্ঠীর। দুই দলের মধ্যে খেলা হলে যারা জেতে তারা আনন্দ করে। কিন্তু যারা হেরে যায় তাদের মনে নেমে আসে পরাজয়ের দুঃখ। কিন্তু খ্রীষ্টের জন্ম সমস্ত জগতে আনন্দ নিয়ে এসেছে। সুসমাচার হলো সেই দিক দিয়ে বিশেষ সংবাদ তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এই পৃথিবীতে মানুষ হিসাবে প্রথম আগমন। বাক্য মাংসের রূপ নিল এবং আমাদের মধ্যে বাস করল। তিনি আমাদের পাপের জন্য মৃত্যু বরণ করলেন এবং মৃতদের মধ্য হতে পুনরুত্থিত হলেন। ক্রুশে তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে তিনি আমাদের পাপ হতে উদ্ধার করলেন। এই হলো সুসমাচার। যারা তা গ্রহণ করে তাদের সকলের কাছে তা আনন্দ বহন করে নিয়ে আসে।

প্রতিটি বিশ্বাসী যে এই আনন্দ লাভ করেছে তার এই কর্তব্য রয়েছে। মেষপালকেরা ত্বরায় সেই শিশু দেখতে গেছিলেন এবং সেই শিশুর সম্বন্ধে যা কিছু দেখেছিলেন তা সকলের কাছে বলেছিলেন। অনুরূপে খ্রীষ্টের সুসমাচার জগতের মানুষের কাছে প্রচার করার দায়িত্ব আমাদের।

নিরাপদ স্থলে অবতরণ:

প্রেরিত ২৭ অধ্যায় দেখুন। পৌল এবং অন্য কিছু কারাবাসী আদ্রামুত্তীয় এক জাহাজে উঠে সীদোনে এসে পৌছালেন। ৫ হতে ১৩ পদে আমরা তাদের এই যাত্রা পথের কষ্ট দেখতে পাই। তারা মুরার দিকে পাড়ি দিলেন এবং বাতাস বিপরীত দিকে বইবার কারণে তাদের যাত্রার গতি কমে গেল। এরপর তারা আরেকটি জাহাজে উঠলেন কিন্তু সেটাও ধীরে ধীরে চলল। তারা অতি কষ্টে পাড় ধরে এগিয়ে চললেন। ৯ পদটি শুরু হয় ‘ অনেক দিন’ এই শব্দ দুটি দিয়ে এবং তাদের কষ্টবহুল যাত্রা ১৩ পদ পর্য্যন্ত চলে।

এর পরই আমরা দেখতে পাই “দক্ষিণ বায়ু মন্দ মন্দ বইতে লাগল।” শেষে আমরা ৪৪ পদে সেই জাহাজ কিভাবে ভেঙ্গে খান খান হলেও তারা কিভাবে নিরাপদে স্থলে পৌঁছালেন তা দেখতে পাই।

আমরা ২০২৩ সালে যে যাত্রা শুরু করেছিলাম তা হয়তো এই রকম নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে গেছে আমরা হয়তো নানা বিরোধীতা, অসুস্থতা, সমস্যার মধ্যে দিয়ে গেছি; তথাপি আমরা নিরাপদে এই বছরের শেষে এসে পৌঁছেছি। আমরা ২০২৩ সাল শেষ করে ২০২৪ সালে এসে পৌঁছেছি। ঈশ্বরের প্রশংসা এবং ধন্যবাদ করার কারণ কি আপনি পাচ্ছেন না? আমরা যেন কখনোই ভুলে না যায় ধন্যবাদ প্রদান করার কথা! নোহ এবং পরিবার জলপ্লাবনের পর জাহাজ হতে নেমে নৈবেদ্য উৎসর্গ করেছিলেন। ঈশ্বর অনুরূপে আপনাকেও নানা সমস্যার মধ্যে হতে উত্তীর্ণ করে এই মাসে নিয়ে এসেছেন।

আপনি এই পথে আগে গমন করেননি:

যিহোশূয় ৩ অধ্যায় দেখুন। সেখানে আমরা দেখতে পাই যিহোশূয় কিভাবে ইস্রায়েলীয়দের নির্দেশ দিয়েছিলেন কিভাবে সেই যাত্রায় এগোতে হবে সেই বিষয়ে। ইস্রায়েলীয়রা জর্দন নদী পায়ে হেঁটে পার হয়েছিল। যিহোশূয় ৩:৩ পদে লেখা রয়েছে, "তোমরা যে সময়ে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক ও লেবীয় যাজকগণকে তাহা বহন করিতে দেখিবে তৎকালে আপন আপন স্থান হইতে যাত্রা করিয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিবে।"

এই নতুন বছরে ঈশ্বরের সাথে আপনার চুক্তি নবীকরণ করুন। সেই চুক্তি যেন যীশু খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা নবায়িত হয়। যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশে যে রক্ত ঝড়িয়েছিলেন তার কারণে আমাদের পাপের ক্ষমা হয়েছে।

আসুন আমরা নতুন বছরে এই বিশ্বাস নিয়ে প্রবেশ করি যে আমাদের পাপের ক্ষমা হয়েছে এবং আমাদের হৃদয়কে নতুন করে তুলি। আসুন আমরা যেন এই বছরে অলস না থাকি আবার চিন্তা না করে তাড়াতাড়ি এগোই; আসুন আমরা যর্দন অতিক্রম করে ধীরে ধীরে সেই প্রতিজ্ঞাত দেশ অধিকার করি। বিশ্বাসে পা ফেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ৪ পদে বলা আছে নিয়ম সিন্দুক এবং লোকেদের মধ্যে যেন দুই সহস্র পরিমিত ভূমি ব্যবধান থাকে যা প্রায় ১ কিমি দূরত্ব, এবং তারা নিকটে না যেতেও বলা হয়েছে যাতে তারা নিজেদের গন্তব্য পথ জানতে পারে। কিন্তু এর অর্থ কি? এর অর্থ হলো তা দেখে নয় কিন্তু বিশ্বাসে অগ্রসর হতে হবে। আমাদের ঈশ্বরের বাক্যে সন্দেহ প্রকাশ করলে চলবে না। আমরা এই পথে পূর্বে কখনো আসিনি। এটি নতুন বছর। এই পথে আপনাদের সামনে পড়বে জর্দন নদী, যিরীহোর প্রাচীর অয় শহর। যেমন যিহোশূয়ের সাথে ৩১ জন রাজার সাক্ষাৎ হয়েছিল। কিন্তু আমরা বিশ্বাসে চললে জর্দন নদী অতিক্রম করতে সক্ষম হব, যার জল সরে গিয়ে পথ করে দিয়েছিল। যিরীহোর প্রাচীরের মতো বড়ো বড়ো সমস্যা আমাদের সামনে থেকে দূর হয়ে যাবে। যিহোশূয় যেমন ৩১ জন রাজাকে বন্দী করেছিলেন তেমনি আমরা প্রভুর নামে নানা বাধাকে দূর করে দেব। ৭ পদে যে প্রতিজ্ঞা রয়েছে, "আমি যেমন মোশির সহবর্ত্তী ছিলাম তেমন তোমার সহবর্ত্তী হব"। সেই প্রতিজ্ঞা ঈশ্বর আমাদের জন্যই করবেন যদি আমরা তাঁর বাক্য অনুসারে বাধ্যতা এবং বিশ্বাস সহকারে এই নতুন বছরে চলি। ঈশ্বর আপনাদের প্রচুর পরিমাণে আশীর্বাদ করুন।

DONATE ONLINE

Bank : State Bank of India A/C Name: VISHWA VANI
A/C No. : 10151750252 IFS Code : SBIN0003273
Branch : Amanjikarai, Chennai - India.
Please update us with your transaction info to acknowledge with the receipts
Contact ✆ 9443127741, 9940332294

UPI ID
vvadmin@sbi
UPI Name:
VISHWAVANI

ক্ষেত্র সমাচার

ধন্যবাদ ও প্রশংসা

‘যে জাতি অন্ধকারে ভ্রমণ করিত, তাহারা মহা-আলোক দেখিতে পাইয়াছে;
যাহারা মৃত্যুচ্ছায়ার দেশে বাস করিত, তাহাদের উপরে আলোক উদিত হইয়াছে। যিশা: ৯:২

জম্মু-কাশ্মীর

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: মিশন ক্ষেত্রে ৮ জন বিশ্বাস স্বীকারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। হামবেল গ্রামের সহভাগিতায় ৪টি নতুন পরিবার যোগদান করেছে। মিশন ক্ষেত্রে ভাই সোমনাথ ও জগীন্দর সুসমাচার প্রচারে বাঁধা দিত কিন্তু প্রভু তারা প্রভুর অনুগ্রহে তারা পাপের ক্ষমা লাভ করেছে। প্রভুর অনুগ্রহে ২টি পরিবার আরাধনা দলে যোগদান করেছে। খেবী গ্রামে প্রভুর অনুগ্রহে বিশ্বাসীদের নিয়ে সহভাগিতা শুরু হয়েছে।

প্রার্থনা করবেন: তানজের এবং পাথাল গ্রামে যেন ধারবাহিক ভাবে সুসমাচার বিষয়ক সভাগুলি অনুষ্ঠিত হতে পারে। পোঞ্চ এবং রাজৌরি অঞ্চলে সুসমাচার প্রচারের জন্য পূর্ণসময়ের কর্মী পাওয়া যেতে পারে। সাম্বা এবং দোদা জেলাতে গ্রাম সার্ভের কাজ যেন শুরু হতে পারে। নানক এবং জাগরো গ্রামে ঈশ্বরের বাক্য বীজ আকারে রোপিত হয়েছে প্রভু যেন ফলদায়ক হতে সাহায্য করেন।

হিমাচল প্রদেশ

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: ১২টি গ্রামে সুসমাচার প্রচারের জন্য গৃহের দরজাগুলি উন্মুক্ত হয়েছে। মিশন ক্ষেত্রে ১৪ জন বিশ্বাস স্বীকারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। প্রভুর অনুগ্রহে ১৫৬টি গ্রামে সুন্দর ভাবে অন্বেষীদের সভাগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিশন ক্ষেত্রে ২০ জন যুবক সুসমাচার প্রচারের জন্য নিজেদের অঙ্গীকার স্বীকার করেছে।

প্রথমবার বড়দিন
উৎযাপন গ্রামগুলির সংখ্যা
জম্মু - কাশ্মীর - ১

প্রথমবার বড়দিন
উৎযাপন গ্রামগুলির সংখ্যা
মহারাষ্ট্র - ৭

প্রার্থনা করবেন: গীনা ক্ষেত্রে ধারাবাহিক ভাবে নৈশ সভার মধ্য দিয়ে যেন গ্রামের লোকেরা আত্মায় ও তাঁর বাক্যে বৃদ্ধি লাভ করতে পারে। নতুন বিশ্বাসী সুনীল কুমার এবং কাকা কুমারের মধ্য দিয়ে যেন অনেক আত্মা তাঁর খোঁয়ারে আসতে পারে। মিশনারী দীনেশ কুমার টাইফয়েড রোগে কষ্ট পাচ্ছে প্রভু যেন তাকে সুস্থতা দান করেন। পোস্থা সাহিব এবং রাজাবাগ ক্ষেত্রে যেন বাইবেল ক্লাস ধারাবাহিক ভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে।

পাঞ্জাব

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: আরাধনা দলে নতুন ৩৫টি পরিবার বিশ্বাস স্বীকারের মধ্য দিয়ে যোগদান করেছে। ৮টি গ্রামে অনুষ্ঠিত যুবকদের সভার মধ্য দিয়ে ২০ জন যুবক খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। মিশনারী কারাম সিং এবং সুখবীর সিং মিশন ক্ষেত্রে পরাক্রমের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। ২৫ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদানের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: মিশনারী রাকেশ কুমার চিকেনগুনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে খুবই কষ্টের মধ্যে রয়েছে প্রভু যেন তাকে সুস্থতা দান করেন। গ্রামের লোকেরা প্রায় ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে কষ্ট পাচ্ছে প্রভু যেন ডেঙ্গু জ্বরকে নিয়ন্ত্রণ করেন। পুশমাণ্ডি গ্রামের বিশ্বাসীদের মধ্য দিয়ে যেন পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে সুসমাচার পৌঁছাতে পারে। পাজ্জোদেটা এবং বুল্লুয়াল গ্রামে সামাজিক উন্নয়নের কাজ ধারাবাহিক ভাবে হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ – কোলকাতা

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: চন্ডীপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত সুসমাচার বিষয়ক সভার মধ্য দিয়ে উপস্থিত ৭৫ জন খ্রীষ্টের কাছে পাপের ক্ষমা লাভ করেছে। ৪০টি গ্রামে অনুষ্ঠিত অন্বেষীদের সভার মধ্য দিয়ে নতুন ২৪৮ জন সুসমাচার শ্রবণের সুযোগ লাভ করেছে। বিশ্বাস স্বীকার সভার মধ্য দিয়ে ১৫ জন নতুন জন্ম লাভ করে তারা আরাধনা দলে যোগদান করেছে। ৭ বছরের রোহন চক্রবর্ত্তী রাইনা গ্রামে বাড়ি প্রভুর কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সে ধীরে ধীরে হাঁটার ও কথা বলার শক্তি ফিরে পেয়েছে।

প্রার্থনা করবেন: মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর এবং মালদা জেলাতে যেন ধারাবাহিক ভাবে গ্রাম সার্ভের কাজ শুরু হতে পারে। নালতলা গ্রামের মিশনারী ভাই সঞ্জয় মাণ্ডি যেন গ্রামগুলিতে পরাক্রমের সঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে। সুরিশাতুলি এবং চেঁচড়াকুড়ি গ্রামে যেন চার্চ নির্মাণের জন্য উপযুক্ত জমি কিনতে প্রভু সাহায্য করেন। জোশপুর এবং সাঁওতাল পাড়া গ্রামে সুসমাচার প্রচারে অনেক বাঁধা

প্রথমবার বড়দিন
উৎযাপন গ্রামগুলির সংখ্যা
গুজরাট - ৯

প্রথমবার বড়দিন
উৎযাপন গ্রামগুলির সংখ্যা
হিমাচলপ্রদেশ - ৯

আসছে প্রভু যেন সকল বাঁধা দূর করেন।

পশ্চিমবঙ্গ – দার্জিলিং

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: ফিলিস্তা ওরাং প্রভুর কাছে প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে মন্দ আত্মার কবল থেকে মুক্তিলাভ করেছে। বিবেক রাম এবং তার পরিবার সেবাকাজের জন্য এগিয়ে এসেছে। বোন সুনিতা কুজুর ও তার পরিবার থার্ড লাইন গ্রামে খ্রীষ্টের ধারক ও বাহক রূপে সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। টাইপো–৭ গ্রামে বারাক সহভাগিতার মধ্য দিয়ে উপস্থিত ৫০ জন পুরুষ তাঁর শক্তিতে বৃদ্ধিলাভ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: বাংলা, হিন্দী ও নেপালী ভাষায় প্রচারের জন্য মেগাভয়েসের প্রয়োজন প্রভু যেন তা যুগিয়ে দেন। বড়লাইন গ্রামে অনুষ্ঠিত অন্বেষীদের সভার মধ্য দিয়ে যেন গ্রামের লোকেরা সুসমাচার পেতে পারে। সিটুভিটা গ্রামের বিশ্বাসীরা যেন পাশ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে সুসমাচার বহন করে নিয়ে যেতে পারে। গুমনা বস্তি গ্রামের ছোট ছোট সন্তানদের নিয়ে যেন সাণ্ডেস্কুল শুরু হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ কোচবিহার

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: কাট্টিমারি গ্রামের ১৬টি পরিবার সুসমাচার বিষয়ক পুস্তিকা গ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রভুর সুসমাচার লাভ করেছে উত্তর পেনিয়েলগুড়ি গ্রামের ১৮০ জন যুবক ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত যুবক ক্যাম্পের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ লাভ করেছে। আলিপুরদুয়ার গ্রামের ৫টি পরিবার বিশ্বাস স্বীকারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। প্রেমেরডাঙ্গা গ্রামের মানুষেরা সুসমাচার শ্রবণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: নতুন বিশ্বাসী কিনব সরকার এর সাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে তার পরিবার যেন প্রভুতে আসতে পারে। কৃষ্ণ ছেত্রী সুসমাচার প্রচারে বাঁধা দিচ্ছে প্রভু যেন তার অন্তরে কথা বলেন। বোন শান্তি মণ্ডল বাতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে প্রভু যেন তাকে সুস্থতা দান করেন। ধাওয়ালগুড়ি গ্রামের ১৯ জন প্রথমবার প্রভুর বাক্য শ্রবণে সুযোগ পেয়েছে প্রভু যেন তাদের আগামী সময়ে বিশ্বাসীদের সহভাগিতায় যোগদানে সাহায্য করেন।

সিকিম

প্রভুর ধন্যবাদ হোক: প্রেমদিমি প্রভুর কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ৭ বছর ধরে কষ্ট দেওয়া মন্দ আত্মার কবল থেকে মুক্তিলাভ করেছে। ধানকুমার এবং বুদ্ধা লিম্বো ও তাদের পরিবার খ্রীষ্টেতে পাপের ক্ষমার মধ্য দিয়ে নতুন জীবন লাভ করেছে। দারাগাঁও এবং লুগাং গ্রামের মানুষেরা প্রভুর বাক্যে বৃদ্ধি

প্রথমবার বড়দিন
উৎযাপন গ্রামগুলির সংখ্যা
পাঞ্জাব - ১৬

পেয়ে চলেছে। ৫ জন প্রকাশ্যে বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদানের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসীদের সহভগিতায় যোগদান করেছে।

প্রার্থনা করবেন: লাগায় এবং সিদিবুং গ্রামের যেন আরাধনা দল তৈরী হতে পারে। ভালুথাং এবং আপার রিম্বি পাহাড়ি অঞ্চলগুলিতে সুসমাচার প্রচারের জন্য পূর্ণসময়ের কর্মীর প্রয়োজন তা যেন প্রভু পূর্ণ করেন। ফ্যাক্টারী গ্রামে জয় বাহাদূর এবং তার পরিবার সুসমাচার শ্রবণে বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে প্রভু যেন তাদের বিশ্বাসে শক্তিযুক্ত করেন। বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদান করার জন্য ২০ জন প্রস্তুত হয়ে রয়েছে প্রভু যেন তাদের বিশ্বাসে স্থির থাকতে সাহায্য করেন।

আসাম

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: মিশন ক্ষেত্রের ১২ জন বিশ্বাস স্বীকারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। একরাজুলি বাইবেল অধ্যয়ন ক্লাসে নতুন ১৭ জন যোগদান করেছে। কাসাং ও তার পরিবার প্রভুর কাছে মন্দ আত্মার কবল থেকে মুক্তিলাভ করেছে। বকরিঙ্গেতি গ্রামের মানুষেরা প্রভুর বাক্য শ্রবণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: কালিয়াচল গ্রামের মন্টু পেগু পক্ষাঘাত রোগে কষ্ট পাচ্ছে প্রভু যেন তাকে সুস্থতা দান করেন। তারাচুক এবং লোখিগাঁও গ্রামে যেন চার্চ নির্মাণের সকল প্রতিবন্ধকতা দূরীভুত হতে পারে। চন্দনপুর গ্রামে সুসমাচার প্রচারে বাঁধা আসছে প্রভু যেন সকল বাঁধা দূর করেন। পাটকাটা গ্রামের যে মানুষেরা মদাসক্ত তারা প্রভু কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মুক্তিলাভ করে।

মণিপুর

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: সালাম গ্রামের ভাই সুরেশ সিংহ বাইবেল অধ্যয়ন ক্লাসের জন্য গৃহের দরজা খুলে দিয়েছে। পিবামায়াম পাপের ক্ষমা লাভ করেছে এবং সেই সাক্ষ্যকে গ্রামে বহন করে চলেছে। বীনা চানু প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মৃত্যু শয্যায় বিরাজিত হাঁপানী রোগ থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। টেম্থা খুনুউ গ্রামে অন্বেষীদের সভার মধ্য দিয়ে গ্রামের লোকেরা সুসমাচার লাভ করে চলেছে।

প্রার্থনা করবেন: নতুন বিশ্বাসী রুবিনা ও তার পরিবার যেন খ্রীষ্টকে পাওয়ার সাক্ষ্যকে অন্য গ্রামের সামনে তুলে ধরতে পারে। যে সকল মানুষেরা এখনও পর্য্যন্ত বাড়ি ঘর ছাড়া হয়ে অস্থায়ী ত্রাণ শিবিরে রয়েছে তাদের পুনরায় বাড়ি ফিরতে প্রভু যেন সাহায্য করেন। মিশন ক্ষেত্রে সুসমাচার শ্রবণে ৫টি পরিবার বাঁধা পাচ্ছে প্রভু যেন সকল বাঁধা দূর করেন। বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদান করার জন্য ১০ জন প্রস্তুত হয়ে রয়েছে প্রভু

প্রথমবার বড়দিন
উৎযাপন গ্রামগুলির সংখ্যা
মধ্যপ্রদেশ - ১

যেন তাদের বিশ্বাসে স্থির থাকতে সাহায্য করেন।

ত্রিপুরা

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: গারুমানি গ্রামের সুজিৎ দেববর্মা ও তার পরিবার পাপের ক্ষমা লাভ করে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। খোয়াই অঞ্চলে প্রভুর অনুগ্রহে ৩টি চার্চ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। মিশন ক্ষেত্রে ৯ জন পূর্ণসময়ের কর্মী যোগদান করেছে। ৭ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদানের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: সঙ্কটরাম এবং চন্দ্র কামিতে ঈশ্বরের বাক্য যেন ফলদায়ক হতে পারে। বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদান করার জন্য ৫৮ জন প্রস্তুত হয়ে রয়েছে প্রভু যেন তাদের বিশ্বাসে স্থির থাকতে সাহায্য করেন। মিশনারী তালমোনির বাবা রমেন্দ্র পা প্রচণ্ড দূর্বল থাকার কারণে হাঁটার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে প্রভু যেন তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সাহায্য করেন। হরিদাস কামি এবং দক্ষিণ মেইটে গ্রামে যেন ধারাবাহিক ভাবে সুসমাচার বিষয়ক সভাগুলি অনুষ্ঠিত হতে পারে।

উত্তরাখণ্ড

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: ভাই কুলদীপ এবং ধর্মেন্দ্র প্রভুর বাক্য শ্রবণের মধ্য দিয়ে ড্রাগের নেশা ত্যাগ করেছে। শ্রীনগর গ্রামের ১২ জন বিশ্বাস স্বীকারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। বাদশাপুর গ্রামের মানুষেরা প্রভুর বাক্য শ্রবণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: মিশনারী শিবশঙ্কর মিশন ক্ষেত্রে যেন পরাক্রমের সঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে। বোন রেবতি কিডনী অসুখে ভুগছে প্রভু যেন তাকে সুস্থতা দান করেন। মিশনারী আকাশ সিং রাণার রক্তে সংক্রামণ হওয়াতে সে অসুস্থ প্রভু যেন তাকে সুস্থতা দান করেন। মোতিচুর গ্রামে দবোরা দলের সদস্যরা যেন প্রভুর বাক্যে বৃদ্ধিলাভ করতে পারে।

হরিয়ানা

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: বাবওয়াল গ্রামের জগমাল দীর্ঘ ৩ বছর ধরে টি.বি. রোগে কষ্ট পাচ্ছিল কিন্তু প্রভুর কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। মিশন ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত অন্বেষীদের সভার মধ্য দিয়ে ৩১০ জন প্রভুর বাক্য শ্রবণে সুযোগ পেয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৬০ জন প্রভুতে চলার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। জাজানপুর গ্রামের ১৫ জন যুবক পাপের ক্ষমা লাভ করে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। মিশন ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত বিশ্বাসীদের সহভাগিতায় নতুন ১০টি পরিবার যোগদান করেছে।

প্রথমবার বড়দিন
উৎযাপন গ্রামগুলির সংখ্যা
উত্তরপ্রদেশ - ১৬

প্রার্থনা করবেন: বোন মনিষা প্রায় ফিট হয়ে যায় প্রভু যেন তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সাহায্য করেন। ভুদিয়াখেলা এবং আসওয়ারপুর গ্রামে ঈশ্বরের বাক্য বীজ আকারে রোপিত হয়েছে প্রভু যেন তা ফলদায়ক করেন। শ্রেঘর গ্রামে যেন ধারাবাহিক ভাবে যুবকদের নিয়ে সভাগুলি অনুষ্ঠিত হতে পারে। চোদ্দমাস্টপুর এবং উমারি গ্রামে যেন নতুন মেগা ভয়েস সেন্টার ও নৈশা সভাগুলি সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে।

দিল্লী

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: মদনপুর খাদের আরাধনা দলে নতুন ১৬ জন যোগদান করেছে। মিশন ক্ষেত্রে নতুন ২০ জন নতুন নিয়ম, ৬টি পূর্ণ বাইবেল লাভ করেছে। মিশন ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত যুবকদের সভায় উপস্থিত ১৮ জন তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে এগিয়ে চলেছে। সারিতাবিহার এবং প্রিয়াঙ্কা ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত দবোরা সহভাগিতার মধ্য দিয়ে ৩৫ জন মহিলা ঈশ্বরের বাক্যে বৃদ্ধি লাভ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: দিল্লী অঞ্চলের মানুষেরা যেন বায়ু মণ্ডলে মিশ্রিত বিষাক্ত গ্যাসের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। মিশন ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত যুবকদের সভা ও আরাধনা দলে যেন মানুষের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেতে পারে। বিশ্বাসী খানজান কুঞ্জ এর মধ্যে দিয়ে পাশ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে সুসমাচার প্রচারিত হতে পারে। যুবকদের মধ্যে জুম মিটিং এর মধ্য দিয়ে সুসমাচার প্রচারিত হতে পারে।

বিহার

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: মিশন ক্ষেত্রে ২৯ জন বিশ্বাস স্বীকারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। নাওয়াকেদা গ্রামের বিশ্বাসী মহাবীর ও তার পরিবার খ্রীষ্টের সাক্ষ্যকে বহন করে চলেছে। জামুদি গ্রামের ইয়ং নামা সুসমাচার শ্রবণের মধ্য দিয়ে মদ্য পান ত্যাগ করেছে। দাকোর গ্রামের ভাই মহেশ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ৬ বছরের মন্দ আত্মার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: সেলাজ গ্রামের বেশির ভাগ পরিবারগুলি ড্রাগের নেশায় মত্ত থাকে প্রভু যেন তাদের ড্রাগের নেশা থেকে মুক্তিদান করেন। গুগানা দীর্ঘ ৬ বছর ধরে সন্তানের অপেক্ষায় রয়েছে প্রভু যেন তার কোলে সন্তান দিয়ে আশীর্ব্বাদযুক্ত করেন। বোরকুন্দা এবং মোটিয়া গ্রামের বিশ্বাসীরা সুসমাচার শ্রবণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। মারগুল গ্রামে যেন ধারাবাহিক ভাবে অন্বেষীদের সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

উত্তরপ্রদেশ – লক্ষ্মৌ অঞ্চল

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: প্রভুর কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে

প্রথমবার বড়দিন
উৎযাপন গ্রামগুলির সংখ্যা
ছত্তিশগড় - ৫

সুখদেব কুমার কুষ্ঠ রোগ থেকে সুস্থতা লাভ করেছে। মাদারি গ্রামের বিশ্বাসীদের সহভাগিতায় নতুন ২টি পরিবার যোগদান করেছে। মিশন ক্ষেত্রে ১৫ জন বিশ্বাস স্বীকারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। গনেশপুর গ্রামে প্রভুর অনুগ্রহে চার্চ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

প্রার্থনা করবেন: চিন্তাপুরা তার জীবনের সাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে অনেক মানুষ তাঁর খোঁয়াড়ে আসতে পারে। শাকানারপুর গ্রামে সুসমাচার প্রচারে অনেক বাঁধা আসছে প্রভু যেন সকল বাঁধা দূর করেন। ভাই সৌরেন্দ্র ও তার পরিবার দীর্ঘ ১২ বছর ধরে সন্তানের অপেক্ষায় রয়েছে প্রভু যেন তাদের কোলে সন্তান দিয়ে পূর্ণ করেন। শঙ্করপুর গ্রামে যেন চার্চ নির্মাণের কাজ শুরু হতে পারে।

বিহার

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: প্রথমবার ৫৯৫ জন সুসমাচার শ্রবণে সুযোগ পেয়েছে। মাগাহি মেলাতে ৪৮০ জন উপস্থিত হয়ে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ লাভ করেছে। ১৯ জন বিশ্বাস স্বীকারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে এবং তারা গ্রামগুলিতে খ্রীষ্টের সাক্ষ্যকে বহন করে চলেছে। বিহারের ৫টি জেলাতে প্রভু দিন প্রতিদিন নতুন ঈশ্বরের সন্তানদের খুঁজে বের করতে সাহায্য করে চলেছেন।

প্রার্থনা করবেন: নাক্কিচক গ্রামের বিশ্বাসীরা যেন পাশ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে যেন সুসমাচার বহন করে নিয়ে যেতে পারে। ৩৫টি গ্রামে সামাজিক উন্নয়নের কাজ যেন শুরু হতে পারে এবং সেই কাজের মধ্যে দিয়ে যেন গ্রামের মানুষেরা উপকার পেতে পারে। ৭৫ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদান করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে তারা যেন তাঁর বাক্যতে বৃদ্ধিলাভ করতে পারে। মিশন ক্ষেত্রে ১০৫ জন অন্বেষীদের সভার মধ্য দিয়ে সুসমাচার শ্রবণের সুযোগ পেয়েছে তারা যেন প্রভুতে পাপের ক্ষমা লাভ করতে পারে।

ঝাড়খণ্ড

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: বানারি মিশন ক্ষেত্রের ৪০ জন নৈশ সভার মধ্য দিয়ে প্রভুর বাক্য শ্রবণ করেছে। ৭টি গ্রামে মুণ্ডরী জনজাতিদের নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে বিশ্বাসী মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে যার মধ্য দিয়ে উপস্থিত বিশ্বাসীরা আত্মিকতায় বৃদ্ধিলাভ করছে। মিশন ক্ষেত্রে ২৪ জন যুবক পাপের ক্ষমা লাভ করেছে এবং তারা প্রভু যীশুকে নিজের মুক্তিদাতা ত্রাণকর্ত্তারূপে গ্রহণ করেছে।

প্রথমবার বড়দিন
উৎযাপন গ্রামগুলির সংখ্যা
পশ্চিমবঙ্গ - ৮

প্রার্থনা করবেন: মিশনারী প্রেমচান্দ মিশন ক্ষেত্রে যেন পরাক্রমের সঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে। তান্দের গ্রামে বিশ্বাসীদের নিয়ে যেন ধারাবাহিক ভাবে সভাগুলি অনুষ্ঠিত হতে পারে। কাশমের গ্রামের আরাধনা দলটি

যেন তাঁর শক্তিতে বৃদ্ধি লাভ করতে পারে। লাটেহার গ্রামের বিশ্বাসীরা যেন তাঁর বাক্যে দৃঢ় হতে পারে।

উড়িষ্যা – গজপতি, গঞ্জাম জেলা

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: পাটরাপুর অঞ্চলে গ্রাম সার্ভের মধ্য দিয়ে ৫০টি গ্রাম সুসমাচার প্রচারের জন্য চয়ন করা হয়েছে। রাজাপুর এবং ইলুমেটা গ্রামে চার্চ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। সাবালাদা গ্রামের যুবক আচুটা রাইতা প্রভুর বাক্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছে এবং সে প্রভুর কাজ করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: পাত্রবাসা গ্রামের বোন কাবিদি সাবারা ও তার পরিবার বিশ্বাসে বাঁধা পাচ্ছে প্রভু যেন তাদের বিশ্বাসে শক্তিযুক্ত করেন। আন্ধ্রাঘাই গ্রামে যেন বাইবেল অধ্যয়ন দল তৈরী হতে পারে। মিশন ক্ষেত্রে ১ বিশ্বাস স্বীকারের মধ্য দিয়ে নতুন জীবন লাভ করেছে তারা যেন আত্মিকতায় বৃদ্ধি লাভ করতে পারে। সাজাবাদা এবং এস. পাইলেম গ্রামের বিশ্বাসীরা যেন সুসমাচার প্রচার কাজের সঙ্গে যোগ দিতে পারে।

ছত্তিশগড় – রাইপুর অঞ্চল

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: লাটুয়া এবং মোহতারা গ্রামে বাইবেল অধ্যয়ন ক্লাস শুরু হয়েছে। সীমারিয়া গ্রামে বিশ্বাসীদের অনুষ্ঠিত ক্যাম্পে উপস্থিত বিশ্বাসীরা হৃদয়ে নতুন নতুন বোঝা নিয়ে বাড়ি ফিরেছে। রাইপুর জেলার ৩ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদানের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। বিশ্বাসী সাবিত্রী রাইতা কি ভাবে প্রভুতে সুস্থতা পেয়েছে সেই সাক্ষ্যকে গ্রামগুলিতে বহন করে চলেছে।

প্রার্থনা করবেন: আভানপুর ক্ষেত্রে যেন সামাজিক উন্নয়নের কাজ শুরু হতে পারে। গুল্লু গ্রামে যেন চার্চ নির্মাণের জন্য উপযুক্ত জমি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। ভুপেন্দ্র এবং গুঙ্গাবাঈ অসুস্থ রয়েছে প্রভু যেন তাদের সুস্থতা দান করেন। বিলাইগড় জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম সারানগড়ে যেন সুসমাচার প্রেরিত হতে পারে।

TO SEND SUBSCRIPTION FOR SAMARPAN MAGAZINE

A/C Name: **VISHWA VANI SAMARPAN** Branch: **ANNANAGAR WEST, CHENNAI**

Bank : **STATE BANK OF INDIA** Branch Code: **03870**

A/C No.: **1040 845 3024** IFSC : **SBIN0003870**

Please update us with your transaction info
so that we can acknowledge with the receipts
044-26869200

সুসমাচারের মধ্য দিয়ে আনন্দ

মণিপুরের সকলের জন্য মহান বিজয়ের দিন ছিল যখন তারা ঈশ্বরের আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন তাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা হয়েছিল। তাদের জীবনযাত্রাই তাদের সাক্ষ্যকে বহন করে চলেছে। পিবামায়ুম আমুসানা দেবী গত ৪ মাস ধরে যক্ষ্মা রোগে ভুগছিলেন। যখন ওষুধ সাহায্য করতে পারেনি, তখন আমরা তাদের আরেকটি পদ্ধতি শিখিয়েছি তা হল প্রার্থনা। এক জন বিশ্বস্ত বিশ্বাসীর প্রার্থনা অসুস্থদের মুক্তি দেবে। আমরা তাকে দেখিয়েছি যে যীশু আমাদের মধ্যে জীবিত এবং আমাদের সুস্থ করতে পারেন! ঈশ্বর তাকে সুস্থতা দিয়েছেন এবং তাকে বিশ্বাসে শক্তিশালী করেছেন। এই পরিবারটি নংপোক গ্রামে তার সাক্ষ্যকে বহন করে নিয়ে চলেছে। প্রকৃত পক্ষে, আমুসানা যীশুর মধ্য দিয়ে সুস্থতা লাভ করাতে এই সাক্ষ্য গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে। এই গ্রাম যেন আগামী দিনে সুসমাচারের মাধ্যমে আলোকিত হতে পারে। - মিশনারী বীরেন্দ্র কাম্বলে

সাক্ষ্যকে বহন করে চলেছে

আমার বয়স ৩৮ বছর, আমি দায়িত্বহীন ভাবে জীবনযাপন করছিলাম। আমার কাজ করার শক্তি ও হাতে টাকা থাকা সত্ত্বেও আমার হৃদয়ে সেই শান্তি ছিল না যা আমাকে আনন্দ দিতে পারে। কিছু দিনের মধ্যে আমরা একের পর এক অশুভ আত্মা দ্বারা আক্রান্ত হলাম। এই সময়ে, তিমার্থভ মিশনারীর সাথে দেখা করার পর আমরা তাঁর বাক্যে উৎসাহিত হয়েছিলাম। তিনি আমাদের সাথে ঈশ্বরের বাক্যকে ভাগ করে নিলেন এবং তিনি যীশু নামটি উচ্চারণ করলেন, সেই নামের দ্বারা মন্দ আত্মারা পালিয়ে গেল! আজ আমি ও আমার পরিবার আলোর সন্তান রূপে জীবন যাপন করছি! যারা অন্ধকারে আছে তাদের সাথে আমরা আলো ভাগাভাগি করে চলেছি। – জানুভাই গুজরাট

মুণ্ডারী মেলা আগের বছরের মতোই ঈশ্বরের গৌরব নিয়ে এসেছে, এবং বিশ্বাসীদের জীবনে আলো এনেছে! মেলাটি ২২ এবং ২৩শে অক্টোবর নওয়াটোলা চার্চের ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যেখানে ১২টি ক্ষেত্রের বিশ্বাসীরা উপকৃত হয়েছিল। তরুণ বিশ্বাসীদের সাক্ষ্য স্পষ্ট করে দেয় যে সুসমাচার ঝাড়খণ্ডের অভ্যন্তরীণ গ্রামগুলিকে রূপান্তরিত করতে চলেছে। আমরা মিশনারীদের ধন্যবাদ জানাই যারা কাজ করছে এবং আমরা প্রভুর প্রশংসা করি যিনি আমাদের বিজয় দেন। - সেলিম এক্কা

একটি প্রার্থনা

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর,

যিনি সকল মানুষের কাছে সুসমাচারের আনন্দ দিয়েছেন, আমরা তোমার ধন্যবাদ করি।

হে প্রভুর প্রভু আমরা এই বড়দিনের আগমনের সময়ে তোমার কাছে স্বীকার করি যে তোমা ছাড়া শান্তি নেই। পৃথিবীতে ২৪৫টি দেশের মধ্যে একটি দেশেও শান্তি নেই।

সারা বিশ্ব হাতড়াতে মানুষ মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে। আবার জগত ধ্বংস করতে বিধ্বংসী ক্ষেপনাস্ত্র তৈরী করছে। মানুষ এইডস্ রোগ তাড়াবার প্রচেষ্টা করছে আবার সমকামিতা অনুমোদন করতে আইন তৈরী করছে।

বিভিন্ন দেশের মানুষ ঐক্যের এবং মঙ্গলের চেষ্টা করছে কিন্তু তথাপি ধ্বংস এবং বিনাশ লেগে রয়েছে। মানুষ এক ধর্ম প্রচলনের চেষ্টা করছে। স্বাধীনতা, সাম্যবাদ এইসব নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত; কিন্তু এখনও সমাজের মধ্যে রয়েছে অস্পৃশ্যতা, জাতিগত বিদ্বেষ, ঘৃণা।

মানুষ লোভে মত্ত তাই অর্থের পিছনে, পণ প্রথা এখনও সমাজে বর্তমান।

মানুষ দ্রুততার সাথে জীবনে চলতে চেষ্টা করলেও সন্দেহ, বিবাহ বিচ্ছেদ এবং প্রচন্ড ক্রোধে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়।

প্রভু মানুষের আজ যা প্রয়োজন তা হলো তোমার শান্তি, যা কেবল একমাত্র তুমিই দিতে পার। প্রভু এই নতুন বৎসরে আমাদের প্রার্থনা তোমার সেই শান্তি তুমি জগতে দাও। প্রভু যীশুর নামে এই প্রার্থনা চাই- আমেন!

আনন্দ

(লূক ১৫:১১-৩২)

- পিতার কাছে যে ছিল আর পিতা হতে যে দূরে গেছে তাদের উভয়ের মনে আনন্দের অভাব ছিল। **কেবল মাত্র পিতার সাথে সম্পর্কের মাধ্যমেই প্রকৃত আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়।**
- যারা কঠোর পরিশ্রম করে আর যারা সুখভোগে জীবন যাপন করে তারা উভয়েই অসারতার অন্বেষণ করে। কিন্তু যে মানুষ প্রভুর প্রেমের আস্বাদ লাভ করেছে এবং **তাঁর উদ্দেশেই জীবন যাপন করে, তার কাছে জীবন অর্থপূর্ণ, অসার নয়।**
- এষৌ জ্যেষ্ঠ সন্তান হলেও তার মনে শান্তি ছিলনা আবার যাকোব তার জ্যেষ্ঠাধিকার চুরি করেও শান্তি পায়নি; **যে পর্য্যন্ত না যাকোব ঈশ্বরকে জানতে পারল এবং তাঁর উপর নির্ভর করতে শিখল।**
- জাগতিক মানুষ নানা বিষয় লাভ করায় ব্যস্ত কিন্তু অন্তিমে সবই সুখ থেকে দূরে রাখে কিন্তু যে ভক্ত **প্রভুর চরণ ছাড়া আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না সেই প্রকৃত সুখী।**
- কনিষ্ঠ পুত্রের ভোগ বিলাসের জীবনে আনন্দ স্বল্প কাল স্থায়ী হয়েছিল তার পরিণামে শুকরের শুটি খেয়ে উদর পূর্ণ করতে হতো। **কিন্তু পিতার বাড়িতে ফিরে এলে পিতার সাথে যে ভোজের আনন্দ তার মতো স্থায়ী আনন্দ কে দিতে পারে?**
- আমরা ভ্রমণ করে শান্তি খুঁজতে পারি কিন্তু একমাত্র স্বর্গীয় পিতাই প্রকৃত আনন্দ এবং শান্তি দিতে পারেন। সেই আনন্দ সকলের যারা প্রভু যীশুর চরণে পড়ে। পন্ডিত এবং মেষপালকেরা প্রভু যীশুর চরণে প্রনাম করেছিল। কোটি কোটি মানুষ অনুরূপে প্রভু যীশুর চরণে পড়ে সেই আনন্দের অধিকারী হয়েছে। আপনি কি প্রভুর চরণে নিজেকে সমর্পণ করেছেন?

সাম্প্রতিক সমাচার...

ভারতবর্ষের ঘাটতিজনিত স্বাস্থ্য সেবা পুরণের জন্য রিয়েল এস্টেটগুলি ঝাঁপিয়ে পড়েছে, কারণ অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে অতিরিক্ত দুই বিলিয়ন বর্গফুট বাসস্থানের প্রয়োজন। দেশের বর্তমান শয্যা থেকে জনসংখ্যা অনুপাত প্রতি ১,০০০ জনে ১.৩ শয্যায় দাঁড়িয়েছে, যা স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামোতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘাটতি প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে জোর দেওয়া হয়েছে যে ভারতে প্রতি ১,০০০ জনে ১.৭ শয্যার ঘাটতি রয়েছে, যা বর্তমান ১.৪২ বিলিয়ন জনসংখ্যাকে পূরণ করার জন্য অতিরিক্ত ২.৪ মিলিয়ন শয্যা প্রয়োজন।

হে স্বর্গীয় নিরাময়কারী, আমাদের জাতির স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণ করুন!

একটি যুগান্তকারী আবিষ্কারে, বিজ্ঞানীরা অরুণাচল প্রদেশের লীলাভূমিতে 'মিউজিক ফ্রগ' এর একটি নতুন প্রজাতি সনাক্ত করেছেন। আকারগত, আণবিক এবং শাব্দিক প্রমাণ জড়িত ব্যাপক বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে এই আবিষ্কারটি নিদিরানা জেনাসের পূর্বে অচেনা সদস্যের উপর আলোকপাত করে।

আমরা আপনার প্রশংসা করি, হে সমস্ত সৃষ্টির মালিক, আপনার কাজগুলি বর্ণনা করা যায় না!

সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের সাম্প্রতিক রিপোর্ট দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে ৪২টি জলাধারের পর্যবেক্ষণ একটি সমস্যাজনক প্রবণতা প্রকাশ করে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে, জলের মজুদ মোট স্টোরেজ ক্ষমতার শতকরা ৪৮ ভাগ ছিল, অক্টোবরে শতকরা ৪৬ ভাগ এ নেমে আসে এবং নভেম্বরে আরও কমে শতকরা ৪৪ ভাগ এ নেমে আসে। এটি গত বছরের সাথে সম্পূর্ণ বৈপরীত্য যখন একই সময়ে জলের মজুদ ছিল শতকরা ৮৭ ভাগ। দক্ষিণ-পশ্চিম বর্ষাকালে আন্তঃমৌসুমী বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনশীলতার কারণে দক্ষিণ ভারতে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি দেখা দেয়। অক্টোবর, বৃষ্টিপাতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস, ১২৩ বছরের মধ্যে ষষ্ঠতম শুষ্ক অবস্থা দেখেছে, যা জলের অভাব পরিস্থিতিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

পিতা ঈশ্বর, তুমি প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত হতে সাহায্য কর!

হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যার গ্রামগুলি প্রভুকে জানুক!

সেন্ট জেমস্ চার্চ, টুওয়েপুরম, তুতিকোরিণের পুরুষদের ফেলোশিপের পক্ষ থেকে ৪৫ জন মিশনারীকে গত ২২/১০/২০২৩ তারিখে উৎসর্গ করা হয়েছিল। একই দিনে তুতিকোরিণের পোলেপেট্টাই, সেন্ট মাইকেল চার্চে আরও ৯ জন মিশনারীকে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

আমি রেভা: সি. এমিল সিং এবং রেভা: ই. লিভিংস্টন, মিশনারীদের সমর্থনকারী পরিবার এবং উৎসর্গীকরণ পরিষেবার জন্য কাজ করা সমস্ত সেবাকাজের সমন্বয়কারীকে ধন্যবাদ জানাই।

RNI REGD. NO. AP BEN/2000/1612 | POSTAL REGD. NO. HQ/SD/315/2021-2023 - BENGALI | DATE OF PUBLICATION 27.12.2023
LICENCED TO POST WITHOUT PREPAYMENT-PMG/TS/HQR/SC-02/WPP/2021-2023
Return Requested: VISHWAVANI SAMARPAN
1-10-28/247, Anandapuram,
ECIL Post, Hyderabad-500062.

ক্ষেত্রকর্মী ও ১৪৯টি নতুন আরাধন দল যারা ২০২৩ সালে প্রথমবার বড়দিন উৎযাবন করতে চলেছে
তাদের পক্ষ থেকে আপনাকে ও আপনার পরিবারের সকলকে বড়দিন ও নতুন বছরের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই!

BADAPADA, ODISHA - 15.10.23

BASANTPUR, ODISHA - 05.11.23

BURRATHOGU, A.P. - 16.10.23

ELISHAPURAM, A.P. - 05.11.23

PULAKUNTA, A.P. - 22.10.23

DEBPARA, WEST BENGAL - 19.11.23

THALABIRADA, A.P. - 03.11.23

CHILALA, HIMACHAL PRADESH - 25.11.23

আমাদের নতুন চার্চ যা প্রভুর সাক্ষ্যকে বহন করছে!

VISHWA VANI SAMARPAN - BENGALI- LANGUAGE
Printed and Published by P. Selvaraj on behalf of VISHWA VANI, a registered society (Regn. No.17871 of 1987) and printed at CAXTON Offset Pvt. Ltd., 11-5-416/3, Red Hills, HYD-04. and published at 1-10-28/247, Anandapuram, ECIL Post, HYD-62. **POST DATE: 30.10.2023.** EDITOR: P. SELVARAJ.